সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৮/২, সেলিমপুর লেন
কলিকাতা-৩১

মুদ্রাকর—
শ্রীরঞ্জিত মজুমদার, বি-এ
যুগবার্ত্তা প্রেস
৪৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুখবন্ধ

মনুষ্যসভ্যতা বর্ত্তমানে এক গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। একদিকে যেমন মানুষের সৃজনী প্রতিভা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধগগনে চাঁদের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অপরদিকে তাহার নৈতিক মানভূমি ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া সমাজের স্তরে স্তরে বিষম বিশৃঙ্খলা আনিয়া দিতেছে। আজ ঘরে, বাইরে, শিক্ষালয়ে, পরীক্ষাগৃহে, আফিস আদালতে কোথাও মানুষের নিরাপত্তা বলিতে বিশেষ কিছু নাই। সাধারণ মানুষের মুক্তির নামে, সুখশান্তিবৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প, উচ্ছ্বাসের অভাব নাই। অথচ, ইহারই অন্তরালে তুচ্ছকারণে তাহাদের প্রাণ মশা মাছির ন্যায় বিলয় করিতে একশ্রেণীর লোকের কোনরূপ কুণ্ঠা দেখা যাইতেছে না। এই দুঃসহ অবস্থা অল্প বিস্তর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত।

অধ্যাত্মবিদ্যার পর্য্যাপ্ত অনুশীলন সমাজ-মন মার্জিত করিয়া, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য দৃঢ় করতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে একটা ভারসাম্য আনিয়া সমাজের স্থিতিসাধনে সহায়তা

করে। একালে, রাজনীতির প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে, জড়বিজ্ঞানের অতিব্যস্ততায় শিক্ষার এই বিশিষ্ট ধারাটি একান্তভাবে অবহেলিত। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক নিতান্ত সঙ্গতভাবেই মনে করেন, অধ্যাত্মচর্চ্চার সহজোপায় উৎকৃষ্ট ভজন-সঙ্গীত শ্রবণ মনন, অন্ততঃ পক্ষে সহিষ্ণুতা সহকারে উহাদের পঠন-পাঠনের অভ্যাস। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় উন্নত সাধকের শতাধিক ভজন-সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার স্ব-রচিত উচ্চভাবের কিছু সঙ্গীতও রহিয়াছে। এই গ্রন্থের ব্যবহারে কোন নর নারী কিঞ্চিন্মাত্র উপকার বোধ করিলে সম্পাদক তাঁহার শ্রমব্যয়, অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিবেন।

সম্পাদকের এই শুভকামনা যাহাতে সফল হয়, তজ্জন্য শ্রীভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা এবং চিন্তাশীল পাঠকবর্গের সমীপে আমাদের সশ্রদ্ধ আবেদন জানাইতেছি।

ইতি

২৪ শে ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল   শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র সেন মজুমদার

ওঁং

ভূমিকা

বিশ্ববিধান ধারায় ক্রমধারা—
ওতপ্রোত সন্নিহিত রহে।
সত্যান্যসংঘাতে সুসংবদ্ধ ক্রমের ব্যতিক্রমে—
বিশৃঙ্খলা-প্রবাহ বহে।
হায়, পৃথিবী অধুনা সত্যান্যপ্রভাবাৎ—
প্রবল বিশৃঙ্খলা দাবাগ্নিতে দহে।
মহামহোন্নত ও উন্নত সাধকবৃন্দের রচিত
তাণ্ডবাগ্নি-নিবারি বন্দনাচয় সহ কতিপয় বন্দনা ও প্রার্থনা গ্রথিত-
করিয়া এ দীনজন বন্দনা গান গাহে।
এই বন্দনায় যোগদান করতঃ
কেহ যদি ক্ষণিকও হন শান্ত ও প্রীত—
মঙ্গল-প্রসূ-তাই তো—
তাহাই এজন চাহে।

শ্রীননী গোপাল সেনগুপ্ত

১৮।২ সেলিমপুর লেন,
ঢাকুরিয়া
কলিকাতা—৩১
২৪ শে ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল

বন্দনা

বাউলের—সুর

(১)

প্রেম ভোলারে ভুলনারে।
ও প্রেম ছাড়লে পরে, হৃদয় পরে, প্রেম-মালা রইবে নারে ॥
প্রেমহার গাঁথবি যবে, তোর এ হৃদয়মাঝে,
প্রেম থাকবে নারে, না ভজিলে সে প্রেমের স্বরূপেরে ॥

(২)

অধন কেইবা বলে, নির্ধন যাহার মাথে
মণি-মুক্তাময় যত, সকলেই হৃদিগত,
তাঁর প্রেম-পুষ্পমালা। পরিয়াছি যবে মাথে।
গরীবের মত ফিরি, লোকে বলে যায় মরি
বিভু প্রেমময় হারে, যে জন সতত গাঁথে।

(৩)

শান্তিসুধা পাব কোথা সত্যধর্ম্ম-সরঃ বিনে।
শীতলিতে তাপিত প্রাণ, কি আছে হেন ভুবনে॥
কত শত সাধুজন সুধাপানে অনুক্ষণ,
হয়ে সফল জীবন, মজেছে প্রেমনিধানে॥
পাপেতাপে পাপীকুল হইয়া শোকে আকুল,
গুলিতে মন পঙ্কিল আসিলে হেথায়—
প্রেমবারি সিঞ্চনে ক্ষালিয়ে কলুষিগণে
প্রদানে পীযুষপয়ঃ তৃপ্ত মন যার পানে।
অনন্ত এ সরোবর অনন্ত শান্তির আকর
অনন্ত সাধনাপর কূল নাহি পায়।
অনন্ত সাধনাবলে লভিছে এ সুধাজলে
তৃষিত চাতকসম ছুটিছে অনন্ত পানে।

(ভৈরবী ঠুংরী)

(৪)

তোমারি প্রেমেতে নাথ, পাগল জগত যত
কে কোথায় কত বাসে, কে জানিবে কতশত ?
হৃদয়ে তোমার প্রেম, সুকষিত যেন হেম
উজ্জ্বলতা মলিনতা জগতে তাহা বিদিত।
সুকঠিন এই হিয়া প্রেম বিনে বিদারিয়া
নীরসতরুর সম ভাসিতেছে অবিরত।

(৫)

উদ্বোধন

সত্যধর্ম্ম মহাসূর্য্য উঠ্‌ছেরে ভাই গগনে।
ভবের আঁধার, দূরিবে নিশ্চয় নিজ তন্নুর কিরণে ॥
ত্যজ নিদ্রা ভাই, উঠ ত্বরা করি, প্রাণ পাবেগো জাগরণে।
মোহে অচেতন, থেকোনা এখন, জ্যোতির্ম্ময় হের নয়নে ॥
চাহিয়া দেখরে বিশাল অবনী ঘিরিয়া রয়েছে আঁধারে,
পথ কোথা হায়! পথ নাহি পায়, পতিত সকল পাথারে।
কলুষ-তিমিরে অন্ধ হৃদয়, ডাকরে পিতারে সঘনে।
সাধিয়া সত্যধর্মের সাধনা, সার্থক কর জীবনে ॥
কোথা হতে আসা, কেন হেথা আসা, কোথা যেতে হবে ভাবরে,
ভুলে কেন যাও, হে ভাই ভগিনী, ডুবিয়া মোহের আঁধারে।
পিতাকে স্মরিয়ে, পিতাকে পূজিয়ে, হও আগুয়ান সমরে।
জয় হবে ভাই, তরাতে জগৎ, সত্যধর্ম এসেছেরে ॥

(যে দিন সুনীল জলধি হইতে......গানের সুর)

৬

ঐ শোন কে ডাকে তোরে ব্যাকুল স্বরে,
ঐ শোন্ কে গাহে গান সুমধুর সুরে,
ঐ শোন্ কে বাঁশী স্বরে সদা টানিছে তোরে।

বন্দনা

ঐ দ্যাখ্‌ কে জেগে আছে
তোরে পাবার তরে ;
ঐ দ্যাখ্‌ কে বসে আছে
প্রেমমূরতি ধরে ।
ঐ দ্যাখ্‌ কে প্যার করে
সব নারী নরে,
ঐ দ্যাখ্‌ কে কাণ্ডারী তোর
অকূল পাথারে ।
ঐ দ্যাখ্‌ কে ভালবাসে
সবে নির্ব্বিচারে,
ঐ দ্যাখ্‌ কে আলো দেয়
মোদের ঘরে ঘরে ।
ঐ দ্যাখ্‌ কে গুণরাশি
সবারে বিতরে,
ঐ দ্যাখ্‌ কে শক্তিহীনে
শক্তিমান্‌ করে ।
ঐ দ্যাখ কে জনে জনে
(প্রেমে) রেখেছে অন্তরে ।
আয় তুই সেথা যাই অতি ত্বরা করে ।
রাখিস্‌ না আর অন্য আশা
সব বিতর তাঁরে ॥

বেহাগ—একতালা

(৭)

যাঁহারে করিলে ভয় থাকে নাকো কোনো ভয়,
মন কেন তবে সদা করবে ভয়েরে ভয় ?
যাঁহার ইচ্ছায় রবি তাপ দেয় সবাকারে,
যাঁহার ইচ্ছায় সূর্য্য আলো দেয় এ সংসারে।
যাঁহার ইচ্ছায় শশী ঢালে সুধা ধরাপর,
যাঁহার ইচ্ছায় চাঁদ ধরে রূপ মনোহর।
যাঁহার ইচ্ছায় বায়ু বহিতেছে নিরন্তর,
যাঁহার ইচ্ছায় মেঘ ঢালে বারি ধরাপর ;
যাঁর ইচ্ছা পালিবারে অনল দহন করে,
আর শস্য সিদ্ধ করে অন্ন বিতরে সবারে ।
যাঁহার ইচ্ছায় যম করিতেছে বিচরণ,
যাঁহার ইচ্ছায় পায় জীবগণ সুজীবন—
তাঁহার শরণ লও লভ তাঁর পদাশ্রয়।
পাইবেরে বরাভয় ভয় হইবে অভয় ॥

(৮)

কীর্ত্তন

মধুর মধুর পরমসুন্দর
অরূপের রূপরাশি ।
তুমি প্রাণরমণ, প্রেমের বিধান
চিদাকাশে প্রেমশশী ॥

তুমি প্রেমের আধার প্রেমের পাথার
(তুমি) প্রেমিকের প্রাণধন।
তুমি পরাণরতন, হৃদয় ভূষণ
(নাথ) তুমি প্রাণমন।
তুমি আনন্দঘন, মোহনমোহন,
তুমি হৃদয়হরণকারী।
তুমি পূর্ণমমৃতং পূর্ণমমৃতং
তুমি সুধার সায়র হরি।
আমার কাতর অন্তর, ওহে প্রাণেশ্বর!
(দয়াল) বরিষ হে প্রেমবারি।
(আমার পাষাণ হৃদে)
(এই মরুভূমে)
(তোমার) প্রেমের পাথারে, ডুবাও আমারে
(তোমায়) অনিমেষে সদা হেরি॥
(তোমার প্রেমসুন্দর মধুররূপ)

(৯)

তোমার প্রেমের জয় হে পিতঃ! তোমার প্রেমের জয়।
তোমারি প্রেমের জয় হে পিতঃ! তোমার প্রেমের জয়॥
তোমার প্রেমে সৃষ্টি স্থিতি, তোমর প্রেমে প্রলয়গীতি,
তোমার প্রেমে নাইকো ক্ষতি, নাইকো কখন লয়॥
নিত্য জ্ঞানজ্যোতিঃ তুমি, প্রকাশিছ বিশ্বখানি,
প্রেমলীলা করছ তুমি, (ওহে) প্রেমলীলাময়।

তোমার প্রেমে এলাম মোরা, তোমার প্রেমে বিশ্ব গড়া
প্রেমেতেই বাঁধা-ধরা, প্রেমেই সমুদায় ॥
ঘরে ঘরে প্রেমের লীলা, বিশ্বে তোমার প্রেমের মেলা,
প্রেমই ভবার্ণবে ভেলা, ওহে প্রেমময় ॥
আনলে মোদের এ সংসারে, তোমার মতন করবার তরে,
(তুমি) প্রকাশিয়া হৃদয়ঘরে ; (সবে) করবে প্রেমময় ॥
যত কিছু অমঙ্গল, দুঃখ বিপদ্ ঘেরা জাল,
তোমার প্রেম সুবিশাল, (করবে) মঙ্গলেতে লয় ॥
(তোমার) প্রেমলীলায় বিপদ্ এলে, প্রেমের টানে যাবে চলে,
সুন্দর করে নেবে বলে, এ বিধান হয় ॥
প্রেমে নিত্য টান্‌ছ সবে, প্রেমের জয় হবেই হবে,
(সকল) আপদ্ বিপদ্ কেটে যাবে, (সবাই) হইবে নির্ভয় ॥
(তোমার) অনন্ত প্রেমের টান, কদাচ না হয় বিরাম,
(শেষে) পাব নিত্য প্রেমধাম, (এতে) নাহিক সংশয় ॥
(তখন) সকল আঁধার কেটে যাবে, সকল ভ্রান্তি দূর হইবে,
প্রেমলীলার সাক্ষাৎ ভাবে, পাব সকল পরিচয় ॥
(তখন) আনন্দসাগর জীবনে (মোরা) মগ্ন রব অনুক্ষণে,
অনিমেষে হেরব প্রাণে (তোমায়) নিত্যানন্দময় ॥
(শেষে) নিত্যপ্রেমে নিত্যজ্ঞানে, জ্ঞান-প্রেমময় প্রাণে
রাখব না আর "আমি" জ্ঞানে (তোমার) প্রেমেই হব লয় ॥
(মোরা প্রেমেই হব লয়)

[তোরা আয় না সবে ভাই সে খেলা খেলাই……গানের সুরে]

(১০)

পিতঃ! কত আর সহিব যাতনা ?
দুর্দশা আঁধার ঘেরা এ জীবন, সুখসূর্য্য দেখা যায় না ॥
পাপে তাপে আমি আছি ম্রিয়মাণ
দুষ্কৃতি অনলে (সদা) দহিতেছে প্রাণ,
কোথা অন্তর্য্যামী, করুণাময় স্বামী,
কৃপাদৃষ্টি করে ঘুচাও যাতনা ॥
দুর্দ্দশার অন্ত কর ওহে নাথ
এ জীবনে আজ হউক মম সুপ্রভাত,
এখনি হইতে তোমারে লইয়ে,
যেন থাকিতে পারি হয়ে অন্যমনা ॥

(১১)

পিতঃ! বলগো কোথায় যাই ?
মলিনতাভরা হৃদয় আমার, পথ খুঁজে নাহি পাই ॥
পথ বলে দেও, পথ বলে দেও, আমি কারে বা শুধাই
সেরূপ সারা দেও হে পরাণে, যা শুনে তোমার পানে ধাই ॥
সংসারে আসিয়ে সম্বল হারিয়েছি, দুর্ব্বল হয়েছি তাই।
বলে দেও, বলে দেও আমায় পিতঃ! কেমনে ত্রাণ পাই ॥
বারেক ক্ষমিয়ে হৃদয়ে এসগো তোমারে পূজিতে চাই,
প্রাণমন মম দিয়ে ও চরণে, সকল যাতনা এড়াই ॥

তুমি ক্ষমাময় বিদিত জগতে, ভক্ত মুখে শুনি তাই,
তবে কেন ক্ষমা করিবেনা মোরে, (আমি) যাব আর কোন্ ঠাঁই?
চিরদিন তুমি ক্ষমাই করেছে, নতুবা কি এটুকু পাই,
ক্ষমা করি আজ ধুয়ে মুছে দেও, চিরতরে শ্রীচরণে ঠাঁই ॥

আসোয়ারী—একতলা

(১২)

পিতঃ! বিলম্ব করোনা, আঁধারে রেখোনা,
প্রকাশ হৃদয় মাঝারে।
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমা কর মোরে,
ডাকিছি আমি গো কাতরে ॥
আর কত শাস্তি দিবে গো আমারে
হীন বলেও কি দৃষ্টি নাহি পড়ে?
নিতান্ত অবোধ নিতান্ত মলিন,
তবুও চাহিছি তোমারে ॥
পাষণ্ড দুর্জ্জন যাইবে গো কোথা,
তোমা বিনা তার আছে কেবা হেথা?
তোমারি করুণা, তোমারি করুণা
তাহার সম্বল পাথারে ॥
শূন্য হৃদয় লইয়ে বলগো, থাকিব আঁধারে কতকাল ওগো?

মোরে দেখা দেও নিত্যসাথী হও,
যাতনা যাইবে দূরে ॥
তোমারি ইচ্ছায় সকলি যখন
বিশ্বে সতত হয় সমাপন
তবে কেন নাথ এখনি আমি না,
পূজিতে পারিব তোমারে ?

(১৩)

পিতঃ ! হের হের হের মোরে ।
আমি অতি অভাজন, পড়ে আছি দুস্তরে ॥
আমি অতি নিরুপায়, তুমি অনুপায়-উপায়,
পড়ে আছি অসহায়, তুলিয় ধর আমারে ॥
তুমিই শান্তির আলয়, তুমিই হও অভয়,
তবু কেন জ্বালা হেন, সদা সহিব অন্তরে ?
তুমি করুণানিলয়, তুমি দীন-দয়াময়,
নিজ গুণে দয়া করি, উদ্ধার মহাপাপীরে ॥
তুমি প্রেমজ্যোতির্ম্ময়, আমাতে হও উদয়,
(মোর) সর্ব্বদোষ পাপরাশি, নেও দূর দূরান্তরে ॥
(তুমি) নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন, তুমিই কর মার্জ্জন
নিজ হাতে নিজ সুতে, রেখোনা আর আঁধারে ॥
হৃদয়ভরা মলিনতা, দেখিছিনা তোমায় হেথা,
বারংবার জ্যোতিঃ তব প্রকাশ এ মোর আঁধারে ॥

তুমি প্রেমের আধার, তুমি প্রেমের পাথার,
তুমি পরমসুন্দর, (মোরে) রেখেছ তোমার ক্রোড়ে ॥
তুমি অমৃতের খনি, তুমি হৃদে প্রেমমণি,
তোমা ছাড়া হয়ে আমি, পড়েছি বিষম ঘোরে ॥
তুমি পিতা দয়াময়, এবে মোরে হও সদয়,
দীনহীন সুত তব, প্রেম দিয়ে তার তারে ॥
দেখা দাও প্রেমময়, কাতরে ডাকি তোমায়,
কতকাল আর থাকব নাথ, তোমা হতে দূরে দূরে ॥
অনন্ত স্নেহেতে তুমি, সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমি,
নিজ গুণে কোলে কর ব্যাকুল তব সুতেরে ॥
মধুকাণের সুর

(১৪)

পিতঃ এসহে,
তুমি এসহে, তুমি এসহে হৃদয়মন্দিরে ।
প্রেমভক্তিহারে, পূজিব তোমারে, (আর) হেরিব পরাণ ভরে ॥
আজীবন দগ্ধ পরাণ লইয়া, কতই ঘুরিতে পারে ?
আমার সকল কলুষ ধুইয়া এসগো (তোমায়)
পূজিব হৃদয় ভরে ॥
এ সংসারে পিতঃ ! এসেছি গো আমি,
তোমারে পূজিবার তরে ।

(কিন্তু) পাপ মোহেতে হইয়ে পতিত রয়েছি নরকে পরে' ॥
এ অধম জনগো চাহেগো তোমারে (সে যে) যাতনা
সহিতে নারে।
তুমি দূরেতে থেকোনা, আঁধারে রেখোনা,
প্রকাশ হৃদি মাঝারে ॥
তোমার পরশ পরাণে পাইলে, (আমি) ছুটিব তোমার তরে,
আমার হৃদয় কমল উঠিবে ফুটিয়া, প্রভু ও চরণ পূজা তরে ॥
(আমার) সকল যাতনা দূর হয়ে যাবে, নিকটে পেলে তোমারে,
আমি পরাণ ভরিয়া গাব তব নাম, হৃদয় ঝরিবে অঝোরে ॥
কৃপা কর পিতঃ হে কৃপাময়, কৃপা কর নিজ কিঙ্করে,
আমি হব আত্মহারা, হে পরাণ-প্রিয়, মোদের মিলন মন্দিরে ॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর

(১৫)

ডেকে লও দয়া করে তোমার অভয় ধামে হে
যেথা নাহি পাপ নাহিক সন্তাপ
নাহি জাল জঞ্জাল হে ॥

যেথা শান্তিধাম আনন্দ আরাম
সুধাধারা বহিছে রে।

ইচ্ছা তব পালিতে, এসেছি জগতে
থাকিব তব ইচ্ছাতে।

(কিন্তু) আর ত পারিনা, দুর্দ্দশা ঘোচেনা
কোথা দয়াল পিতঃ হে ॥
স্নেহময় তুমি, পাপপূর্ণ আমি
বিদ্রোহ মম ক্ষম হে।

কোলে করি লও সুধাবাণী কও
অভয় বর দেও হে ॥

(১৬)

নাথ হে হের অনাথেরে।
আমি কত কাল আর এ যাতনা, সহিয়া মরিব ঘুরে ॥
হৃদয়ে করে যে জ্ঞান, তিমিরে তপণ সম
বিভাসিত উজ্জ্বলিত, সে জ্ঞানদেহ আমারে ॥
আঁধার হৃদয়ে নাথ, জ্ঞানালোক জ্বালাইয়া
দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত কর নাথ দয়া করে ॥
(শ্রীগুরুদেবের সঙ্গীত অবলম্বনে রচিত—রামপ্রসাদ সুরে)

(১৭)

এ পাপরাজ্যে থাকবো না আর
ব্রহ্মধামে করব গমন।

নিত্য প্রেমসিন্ধুনীরে
নিত্য রহিব মগন ॥
নিত্যগুরু সাক্ষাৎ ভাবে
করিবেন পরিবেশন
নিত্যজ্ঞান-কঠিন অন্ন
(আমি) নিত্য করিব ভোজন ॥
(তাঁর) নিত্যপ্রেমপীযূষ ধারা—
করিব মুই নিত্য পান।
হব শীতল, যাব অতল
ভুলিব অপর ধন ॥
জীবনে মোর নিত্য তাঁহার
ইচ্ছা করিব পালন।
(মোরে) রাখবনা আর, প্রেমে এবার
করিব তাঁয় সমর্পণ ॥
নিত্য ধ্যানে, নিত্য জ্ঞানে
হয়ে নিত্য প্রেমে মগন,
(আমি) হেরব মুক্তহৃদয়ে নিত্য
সেই সুন্দর প্রেমআনন ॥
(প্রেম মধুর আনন)
(মোর) নিত্য জ্ঞান-প্রেম ধন।

(তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব······গানের সুর।)

(১৮)

অভয় ধামে কে ডাকে, ডাকেরে ?
যেথায় নাহিক ভয়, না হি কোন সংশয়,
তথা তোরা কে যাবিরে ?
যেথা দীপ্ত দিব্য আলো, নিত্যই দূরিছে কালো
আঁধারলেশ নাহি রে ॥
যেথা নাহি চিন্তালেশ, নাই ভাবনা বিশেষ
কেবলি নিত্য শান্তি রে ॥
যেথা নাহি কোন পাপ অভিশাপের উত্তাপ,
আনন্দ ধারা বর্ষেরে ॥
যেথা আছে দিব্যজ্ঞান, নিত্য প্রেমপ্রস্রবণ
সত্যামৃত মিশ্রিত রে ॥
যেথা মোর নিত্য পিতা ঘুচাতে হৃদয়ব্যথা
ঢালিছেন আশীষ রে ॥
যিনি নিত্যজ্ঞানসিন্ধু, যাহার মঙ্গলবিন্দু
এজগৎ পালিছে রে ॥
ছাড়রে সকল ছাড়, ধররে তাঁহারে ধর
শ্রীপদে শরণ লও রে ॥
প্রেমের উৎস পাবে, সকল জ্বালা ঘুচিবে
শান্তি ধাম লভিবে রে ॥

(১৯)

বিপদভঞ্জন দয়াল হরি, সঙ্কটউদ্ধারী
করুণাময় পিতঃ ! বিপদ বারণ ॥

(২০)

মোর বিপদ্ নাশ, সঙ্কট হর
দয়াময় পিতঃ করুণানিধান ॥

(২১)

অধমতারণ পতিতপাবন, দুস্তরে নিস্তার ।
প্রেমময় দয়াময়, পাষণ্ড উদ্ধার ॥

(২২)

পূর্ণ সত্য, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেমরসধাম
পূর্ণ জ্যোতিঃ পূর্ণ শিব, দয়ানিধি ভগবান্ ॥
(হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ··· কীর্ত্তনের সুর)

(২৩)

জগদীশ জগন্নাথ জগতজীবন ।
পতিত পাবন পিতা অধমতারণ ॥

(২৪)

দীননাথ দীনবন্ধু দীনের শরণ ।
দৈন্যমোচন দয়াল দীনের তারণ ॥

(২৫)

পরমর্ষি গুরুনাথ

এস গুরুদেব আজি মোদের উৎসবে।
এস নিজগুণে, কৃপা করে, লয়ে দেবদেবী সবে ॥
আমরা দুর্ব্বল অতি,
পূজিতে জগত পতি,
বিতরিতে ধর্ম্মজ্যোতি : শক্তি কি দিবে ?
ডাকি ব্যাকুল অন্তরে,
সাহায্য কর সবারে,
যেন ক্রমোন্নতি লাভ করে মত্ত হই বিভুরবে ॥
ধর ধর দীনজনে,
সাধন ভজনহীনে,
তোমার প্রেমবারি বরিষণে সুশীতল কর সবে ॥

(২৬)

পরমর্ষি গুরুনাথ

দেখা দাও হে গুরুদেব, ডাকি ব্যাকুল অন্তরে।
এস নিজগুণে, কৃপা করে, উদয় হও হৃদয়মন্দিরে ॥
তুমি প্রভু শান্তিনিকেতন,
হৃদাসনে বসে কর নাম সংকীর্ত্তন,

আমার অজ্ঞান আঁধার দূর কর, হেরি দুটী নয়নভরে ॥'

জানি তুমি ভক্তের প্রাণধন,

যেভাবে যে ডাকে তোমায় কর বাসনা পূরণ,

আমার গুরুদেব ! প্রসন্নহয়ে জীবন্মুক্ত কর মোরে ॥

আমি অতি মূঢ় অভাজন,

দয়া করে দাও হে তোমার ও রাঙ্গা চরণ,

গুরু, তোমার অপার-করুনাগুণে উদ্ধার কর আমারে ॥

(২৭)

পরমর্ষি গুরুনাথ

কি শক্তি মোদের গুরু করি তব গুণগান !
অনন্ত প্রেমেতে নাথ, করহ মোদের ত্রাণ ॥
প্রেম ভক্তি একাগ্রতা, সত্য দয়া পবিত্রতা,
অভেদ জ্ঞান সরলতা, মমতা সমদর্শন ॥
দূরশ্রুতি দূরদৃষ্টি, করুণা কৃপাদি তুষ্টি,
বিশ্বাস মহিষ্ঠভাব, নির্ভরতা সোঽহং জ্ঞান
(অধার্য্য) অনন্তত্ব লভে' পিতঃ, উদ্ধারিতে এ জগত,
সত্যধর্ম্ম-দিননাথ প্রকাশিলে ত্রিভুবন ।
আয়ুহীনে আয়ুদান পাপীর পাপগ্রহণ,
করিয়ে জীবনদান, রাখিলে কত সন্তান ॥

সূক্ষ্মদেহের ধারণ, কভু বহুত্ব সাধন,
প্রভাবেতে দরশন দিয়ে তুষিলে কখন ॥
পাশাদি করিয়া লয়, নিজ বিশাল হৃদয়,
আচণ্ডালে কোলে লয়, না হেরি কভু এমন ॥
না চাহিয়া অর্থ স্বার্থ বিতরিয়া পরমার্থ,
করিলে কত কৃতার্থ, ত্রিলোক মনুজগণ ॥
অপার মহিমা তব, অচিন্ত্য তব বিভব,
মানব অসাধ্য সব করিলে কর্ম্ম সাধন ॥
প্রেমাদি গুণবিহীন, নিতান্ত অবোধহীন,
মোরা কি পারি কখন, কর্ত্তে তব গুণগান ?

(২৮)

পরমর্ষি গুরুনাথ

ওহে তোমার গুণের অন্ত কেবা পায়, গুরুদেব, অসীম গুণময়
কলির জীব তরাতে, এ ধরাতে, নিজগুণে হও উদয় ॥
দেহ হতে নির্গমন,
পুনঃ দেহে আগমন,
হেন অনন্ত সাধন,
কর পাপ গ্রহণ, অভেদ জ্ঞান, অনন্ত শান্তির আলয় ॥
একদিন হিমালয়েতে,
ভক্তের তমঃ নাশিতে,

গিয়ে সূক্ষ্ম দেহেতে,
তাঁরে প্রেমানন্দ প্রদান করে শান্তি দিলে তাঁর হৃদয় ॥
নাহি জ্ঞানের অহঙ্কার,
প্রেমে ডগমগান্তর,
জ্ঞান প্রেমের একত্ব আধার,
দেখে ধাঁধাঁ লাগে পণ্ডিতজনার, ঐ প্রেমে ভক্তগণ সব ডুবে রয় ॥
ওহে দয়াল অবতার !
করে' সত্যধর্ম্ম প্রচার,
জীবের ঘুচাও মন-আঁধার,
এসে বিনামূলে নাম দিলে, কলির জীবগণে হ'য়ে সদয় ॥

(২৭)

পরমর্ষি গুরুনাথ

গুরুদেব করুণানিলয়, প্রেমময়, শান্তিময়, সুখময় ।
তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, গুরু চিদানন্দময় ॥
সংসারের সার তুমি,
তুমি প্রভু অন্তর্যামী,
এই বিশ্বের তুমি সর্ব্বাশ্রয়—
ভবে, অনন্ত ভাবেতে আছ হ'য়ে ওহে ভাবময় ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি,
প্রসন্ন হন জগতস্বামী,

সুরাসুর হেরি হর্ষময়, সুরাসুর হেরি হর্ষময় ॥
অরি দলে নাহি অন্ত,
শুধু মিত্র তুমি কান্ত,
বিপদে হও এসে উদয়—
এসে তুমি নিজগুণে লও কোলে হইয়ে সদয় ॥

(৩০)

পরমর্ষি গুরুনাথ

গুরু এস হে এস হে ! বস হে বস হে,
আমার হৃদয় আসনে।
আমি ধোয়াইব তব রাতুল চরণ
নয়ন-সলিল সিঞ্চনে ॥
প্রীতি ভকতি কুসুমনিকরে
প্রেমচন্দনে চর্চ্চিত করে
নমঃ গুরুদেব, নমঃ নমঃ বলে, দিব হে অঞ্জলি চরণে ॥
এ দেহভাণ্ডারে আছে যৎধন
দিব হে দিব হে, করি নিবেদন,
আমি চাহিনা জগতে, পৃথক থাকিতে, আপনা লইয়া জীবনে ॥

(৩১)

পরমর্ষি গুরুনাথ

তোরা আয়রে আয়রে, আয়রে সবে,
আনন্দে গুরুগুণ গাই।
গুরুগুণ গাইরে মোরা, গুরুগুণ গাই॥
সূক্ষ্ম জন্মের কারণ, গুরু যে অমূল্য ধন
ক্ষণ তরে তাঁর কথা, ভুলন রে ভাই॥
ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু, আমাদের দয়াল গুরু
তার মত আর কেহ, ভব মাঝে নাই॥
সর্ব্বসিদ্ধিশান্তিদাতা, গুরু আমাদের পিতা,
তাঁব নামের বলে, কুতূহলে, গুরুলোকে যাই॥
ব্রহ্মনামে পাগলপারা, ব্রহ্মানন্দে আত্মহারা,
এমন প্রেমিক জগৎমাঝে আর দেখি নাই॥
শ্রেষ্ঠ সুত বিধাতার, গুরু মোদের প্রাণাধার,
তার কৃপা লভিলে রে আর কিবা চাই॥

(৩২)

প্রেমানন্দে ব্রহ্মগুণ গাও।
ব্রহ্মগুণ গাও রে সবে, ব্রহ্মগুণ গাও॥
বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে,
পথ ও তোর জানা আছে,

তবে কেন উধাও হয়ে ছুটে যাও ।।
গুরু তোর সহায় আছে,
ভাবনা করা তোর তো মিছে,
সুবাতাসে নৌকা তব ছেড়ে দাও ॥
আপনহারা চিত্তহারা,
কেন হয়ে পাগলপারা,
বিবেকের কথা তুমি ভুলে যাও ?
সকল চিন্তা পরিহর,
নাম কেবল সম্বল কর
ব্রহ্মোদ্দেশে দাও রে ছেড়ে নাও ॥
সদা প্রাণে জপরে নাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম,
পাইবে ব্রহ্মে হৃদ্‌মাঝারে,
আর কিবা চাও !!

(৩৩)

ওগো পরাণ প্রিয়, পরাণ প্রিয় !
কাম লোভ মোহে পঙ্কিল হৃদি
আমায় পূত করিয়া নিও ॥
দীনহীন অতি অধম অগতি,
পরম দুর্ম্মতি সদা পাপে রতি,

ওগো অন্তর্য্যামি অগতির গতি,
করুণানয়নে চেয়ো !!—(দীনে)
আসিবে কি দিন হ'বে কি সুদিন,
ক্ষুদ্র হৃদে নাথ হ'বে সমাসীন,
আমি যে অভাগা অযোগ্য ও দীন,
যোগ্য করিয়া নিয়ো ॥—(আমায়)
অকূল পাথার অশান্ত এ চিত,
কূল নাহি হেরি হ'তেছি শঙ্কিত,
করুণানিধান হে ভব কাণ্ডারি—
তব পদাশ্রয় দিও ॥—(আমায়)

(৩৪)

আমার এই বাসনা প্রাণে।
রাখবো তোমায় প্রাণের ঠাকুর—
হৃদে সঙ্গোপনে।
দিবানিশি কাটবে আমার
শুধু তোমার গুণগানে॥
প্রেমেভরা আকাশ বাতাস,
জলে স্থলে তোমার প্রকাশ,

আমি এমন অবোধ অসার
সাড়া জাগে না তায় প্রাণে।
তবু এই বাসনা প্রাণে॥
ভুবন হ'ল আলোয় আলো,
তোমার গানে ছেয়ে গেল,
দেখিনা যে অন্ধ আমি
না শুনি তা কানে।
(তবু) এই বাসনা প্রাণে॥

করুণানির্ঝর প্রভু চরণে ঠেলনা কভু—
বাসনা মোর পুরাও তবু
তোমার অসীম দয়াদানে।
আমার এই বাসনা প্রাণে॥

(৩৫)

কতকাল এমন করে রাখবে দূরে
ওহে প্রেমময়।
আমি তোমা ছাড়া জীবনহারা
কাটাই যে সময়॥

আমার শূন্য হৃদয়পর
কবে দিবে চরণভর,
(আমি) তোমার প্রেমের আলোক ধারায়
হব আলোময় ॥
আমায় অন্ধ দুনয়ন,
(কবে) তায় পাতিবে আসন,
বিশ্বভুবন দেখব তখন
শুধুই তোমাময় ॥
বৃথা গর্ব্ব অভিমান,
কবে মায়া মোহ ভান,
সকল ছেড়ে তোমার মাঝে
হব প্রেমে লয় ?
ওগো দয়াময় ॥

(৩৬)

কি অপার দয়া তব
ডাকিলে এ দীনহীনে !
কি আশা জাগালে নাথ,
আশাহীন এ জীবনে ॥

নিবিড় তমসা ঘেরা
আমার এ হৃদিপুর,
উজলি উঠিল আজি
কি আলোকে ভরপুর !
যে সুরে নীরব বীণা
বাজাইলে আজি তব
আশীষ তোমার নাথ
হউক সে চির নব ;
অপার করুণা তব,
ভোলনি এ দীনজনে ॥
আঁধার মলিন হিয়া
দিলে উজলিয়া—
ঝঙ্কারি উঠিল সুর
এ নীরব হৃদিবনে ॥
নীরস মানস সরে
সুধা সঞ্চারিলে,
হিল্লোল উঠিল ছুলি
প্রেমমলয়া সনে।
অপার করুণা তব ডেকেছ এ দীনজনে ॥

(৩৭)

আমায় পাগল করিয়া দাও
প্রেমমদিরা দিয়া।
ক্ষণেকের সুখ দুঃখ
সকলি ভুলিয়া যাই
শান্ত শীতল হউক এ তাপিত হিয়া
এ ভব ভবন কারা,
(শুধু) তুমি থাক ধ্রুবতারা,
(আমার) বাঁধন ঘুচায়ে দাও
আর সব নিয়া।
আমায় পাগল করিয়া দাও
প্রেম মদিরা দিয়া॥

(৩৮)

হে মোর অন্তরযামি, করুণাময় স্বামী!
পাতকী জেনেও ত্যজনি এ দাসে,
আছ কাছে সদা এ দূর প্রবাসে,
(তব) চরণের তলে দিও হে আশ্রয়,
চির কল্যাণকামী॥

নাহি আছে জ্ঞান না আছে ভকতি,
অতি মূঢ়মতি নাহি জানি স্তুতি,
(তবু) তোমারই আশায় তোমারে তো চাই-
(আমি) নাহিক মুক্তিকামী ॥

হে দয়াল মম অপরাধ শত,
নিজগুণে নাথ সহিছ নিয়ত,
আদেশ তোমাব পালিতে শকতি
দিও নাথ দিও তুমি,
করুণাময় স্বামী ॥

(৩৯)

(তোমার) এমন করে লুকিয়ে থাকা চলবে না।
মায়া মোহের আঁধার ঘিরে
ভুলিবে রাখা চলবে না ॥
মোহের বাঁধন যাক্ টুটে যাক্,
মায়া শুধু তোমাতে থাক্,
এমন আলোয় রাখো আমায়
তোমায় ছাড়া দেখব না ॥

তোমায় পেয়ে ভুবন হাসে,
পত্রে পুষ্পে গন্ধে রসে,
মাতল্ ধরা প্রেমাবেশে,
আমিই শুধু হাস্‌বো না ?
মৃদুল পবন যায় যে বয়ে,
মধুর তোমার পরশ লয়ে,
বিশ্বে প্রেমের পুলক দিয়ে,
আমার প্রাণেই লাগবে না ?
নিশার আঁধার কেটে গেল,
ঐ গগনতলে ঊষার আলো,
আমার হৃদয় গভীর কালো
তাতেই আলো ফুটবে না ?
দয়ার তোমার নাই সীমানা,
অযোগ্যেরে দাও করুণা,
নিরাশ কেন হব তবে, তোমার আশা করবো না !
আমি তোমায় ছাড়বো না ॥

(৪০)

তাঁরে ভুলিব কেমনে ?
সে যে জীবনজীবন অন্তরধন
বাঁচে কি জীবন
জীবন বিনে ?
সে যে প্রেমসুন্দর
হৃদি কমুদিনী ফুল্লশশধর,
বিশ্বচরাচর দেখনা মুখর
সতত যাঁহার গুণগানে ॥
অসীম জীবনে মিশায়ে জীবন,
কতদিনে হব সুখে নিমগন,
পুলকে ভরিবে নিখিল ভুবন,
সেই পরমানন্দ পরশনে ॥

(৪১)

কোথা তুমি স্নেহময় পিতা !
শোকতাপ ভরা সংসার সাগরে,
একমাত্র তুমি নাথ ত্রাতা ॥
পতিতপাবন দীনের শরণ
পাতকনাশক তুমি গো—
তোমারি ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি লয়,
বিশ্বচরাচর ধাতা ॥
করুণানিধান, প্রেমের বিধান,
বিপদবারণ তুমি গো—
আনন্দসদন, নিত্যনিরঞ্জন,
সভয়ে অভয় দাতা ॥
অনাদি অনন্ত, অমেয় অচিন্ত্য,
অজর অব্যয় তুমি গো—
সত্যসনাতন চিণ্ময় চেতন
স্থাবর জঙ্গম পাতা ॥
দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর
সর্ব্বগুণাতীত তুমি গো,
অধম নির্গুণে তার নিজগুণে
পাবন চির পরিত্রাতা ॥

(৪২)

যায় যেন সারা জীবন আমার তোমারি আদেশ বহিয়া।
তোমারি নামের অমিয় মাধুরী রহে যেন বুক ভরিয়া॥
চির দিন থাকি সবার নিকটে সদা নত শির করিয়া।
সিংহ-সাহসে হেয় যাহা, তাহা চলি যেন পদে দলিয়া॥
উপকারে যদি নাহি লাগি কারু, অপকৃতি লহ হরিয়া।
এ জীবন মম নির্মল হউক তব স্মৃতি-পথ চাহিয়া॥

(৪৩)

(প্রভো) কে তুমি, কে তুমি, কে তুমি কে!
মম অন্তর মাঝে সদা বিরাজ হে!!
দুর্বল-চিত মোর ঘোরে শতধারে,
শ্রান্ত হইলে কোলে টানি' লহ তারে,
শান্ত হইয়া আমি ভাবি ধীরে ধীরে,
এত অবসাদ কে বা হরিল রে!
কর্ম-বিরোধে যবে অধীর হইয়া
কোন্ পথে যাব আমি না পাই ভাবিয়া,
অবশ করিয়া কাজ দেও করাইয়া
শেষে দেখি সেই ভাল, সেই ভাল হে॥

সংসার দুঃখ জ্বালা সহি' বারে বারে,
মুক্তি লাগিয়া প্রাণ আইঢাই করে,
কি পথে মিলিবে উহা বল কৃপা করে,
হে প্রাণ প্রভু মোর, হে প্রিয় হে ॥

(৪৪)

ও তাঁর প্রেমজলে ভাসানো তরী
তুফান্‌রে কি ভয় রে ও ভাই
তুফান্‌রে কি ভয় রে ?
ওগো শিলা ভাসে যাঁর নামে, তার
প্রেম কি মিছে হয়, কি রে তার
প্রেম কি মিছে হয় রে ?
সে যে আলোর আলো, কালোর কালো
ঝড় তুফানের রঙ্‌ ঘোরালো
আবার, আর এক সাজে খেয়ার তরী
সে-ই বে'য়ে যায় রে ও ভাই
সে-ই বেয়ে যায় রে ॥
শুধু তুমি ভ্রান্ত, আমি শুদ্ধ
এই বিতর্কে জগৎ মুগ্ধ,
একটু তলিয়ে দেখ 'তোমায়' 'আমায়'

ভাষায় তফাৎ রয় তো কিছু
মূলে তফাৎ নয় রে ॥

— ০ —

(৪৫)

(ওঁ) হরি নারায়ণ ব্রহ্ম, হরি—
হরি নারায়ণ ব্রহ্ম।
এস, যুগ-উপযোগী রূপ ধরিয়া,
নাশিতে যত অধর্ম্ম ॥
ঋষি দেবতার প্রিয় এ ভারতে,
আজি এ কি হায়! হেরি চারিভিতে,
দৈন্যের গ্লানি, দানবী চারণী
নাশিছে মানসশর্ম্ম ॥
কলির ছলনে ভুলিয়া সবা'য়
লোভে পাপে দহি, এবে প্রাণ যায়,
এস এস হরি, পূর্ণশান্তিময়,
পুনঃ স্থাপিতে মানবধর্ম্ম ॥

—০—

(৪৬)

বল, কোন পথ ধ'রে কি উপায় ক'রে
তোমারি সকাশে ফিরিব ?
কত কাল তোমা-ছাড়া হ'য়ে আছি
আর কত কাল রহিব ?
জীবনের খেলা ফুরাইয়ে এল
(তবু) আশা নাহি তার ছাড়ে কোটি,
ঐ আশার ছলনে ভুলিয়া ভুলিয়া—
ডুখে গেল সারা জীবনটি।
বল, কোন অস্ত্রবলে আশাপাশ কাটি,
ঐ পারের তরীতে উঠিব ?
ভাই বন্ধু জ্ঞাতি কেহ জানিল না—
কোথা গুপ্তধনের চাবিটি,
সবে বিষয় প্রমোদে মাতিয়া রহিল
লুটিয়া লইল বাহিরটি।
বল, কোন প্রাণে কাকে কিছু না বলিয়া—
কৃপণেরই মত সরিব ?
আসিবার কালে, যাহা দিয়াছিলে
পথে গেছি বহু হারা'য়ে—
বাকি যাহা আছে পুরাপুরি যদি
নিয়ে আসি সাথে ফিরা'য়ে

তবে, অসতর্ক দোষে. স্বার্থপর বেশে
কি ভাবে সুমুখে দাঁড়াব ?

(৪৭)

নমো দেবাদিদেবায় বিশ্বাত্মনে।
নমঃ শুভায় সুখায় সর্বনাম্নে॥
পরিভবায় ভবজ-ক্লেশ-মলানাম্।
খলু জ্ঞানায় ত্রাণায়া শ্রিতোঽস্মি ত্বাম্॥
কবলিতাঃ কলৌ নবাঃ সুরদ্বিষতাম্।
ঋতহীন-কদশন-ক্রূর কর্ম্মণাম্॥
ত্বং মাতা পিতা ত্বং হি সুহৃন্মহান্।
প্রভো, দয়স্ব ক্ষমস্ব হর দুরিতান্॥
বিশ্বে জীবাঃ সন্তু শিবা 'এতাবৎ ব্রতম্'।
মনসা কর্ম্মণা চৈব তত্ত্বে যথৈবম্॥
হরিঃ ওঁ হরিঃ ওঁ হরিঃ হরিঃ ওঁম্।
জীবাঃ সন্তু শিবাঃ ওঁ হরিঃ ওঁম্॥
গুণেন জ্ঞানেন প্রেম্না বাচা তথৈবম্।
জীবাঃ সন্তু শিবাঃ ওঁ হরিঃ ওঁম্॥

—০—

বঙ্গানুবাদ—দেবাদিদেব বিশ্বাত্মাকে নমস্কার। যিনি শুভ-স্বরূপ, যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সর্ব্বনাম অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সর্বপ্রকার নামের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সর্বনামের আশ্রয়-দেবতাকে নমস্কার, অথবা যিনি তৎ, যিনি ত্বং, যিনি সঃ, যিনি অহম্, সেই সর্ব্বনামস্বরূপকে নমস্কার।

(হে দেব), ভবজ ক্লেশমল সমূহ দূরীকরণের জন্য, জ্ঞানের জন্য এবং (সংসার কারাগার হইতে) ত্রাণলাভের জন্য আমি তোমার আশ্রয় লইলাম। কলি যুগে নরগণ সুরশক্র মিথ্যাভাষণ, কুপথ্য-সেবন ও নানাবিধ ক্রূবকর্ম্মরাশির কবলিত হইয়া আছে। হে প্রভো, তুমি মাতা, তুমি পিতা এবং তুমিই পরম সুহৃদ্, তুমি দয়া কর, ক্ষমা কর, এবং সমস্ত দুষ্কৃতি হরণ কর। বিশ্বের জীবকুল শিবসদৃশ হউক, ইহাই আমার একমাত্র অভীষ্টবর। তাত্ত্বিকভাবে যেরূপ জীবগণ শিব ভিন্ন অপর কিছুই নহে, মনে ও কর্ম্মে ও সেই-রূপ তাহারা শিবভাবাপন্ন হউক। হে হরি, হে হরি, হে হরি, জীবগণ শিবময় হউক। হে হরি, হে হরি, গুণে জ্ঞানে প্রেমে ও বাক্যে সেইরূপ জীবগণ শিবময় হউক। হে হরি, হে হরি !!

(৪৮)

অনন্তগুণময়-গুণাতীত আনন্দনিধান পরমপিতা

ওঁম্—আনন্দময় আমারি নাম
আমি আনন্দময় ওঁম্।

সবার প্রাণ, আমারি দান
(আমি) প্রাণাত্মা—পরম ব্যোম্ ॥
আমারি রচিত নিখিল ভুবনে
জীবগণ রত লীলা বিহরণে,
কভু হাসে, কভু অশ্রুজলে ভাসে
আমি লীলাময় সুন্দর—ওঁম্ ॥
আমারি আদেশে বহিছে পবন,
রবি শশী করে কর-বিকিরণ,
জলনিধি করে তৃষা নিবারণ,
(আমি) জীব-লোক-পালক—ওঁম্ ॥
আমারি আদেশে গিরি হিমালয়,
ভূভারধারণ করি বিরাজয়,
মুনি ঋষি দেবে, আমা সেবে সবে
(আমি) শিব সত্যস্বরূপ—ওঁম্ ॥
(পুনঃ) আমারি আদেশে লীলা অবশেষে
এই বিশ্ব ভাঙি' আমাতে প্রবেশে,
(তখন) নিত্য নিরঞ্জন স্বরূপে বিহারি
চিদানন্দরূপ শিবোঽহম্ ॥

—o—

(৪৯)

আশ্রয়-ভিক্ষা

(ত্রিপদী সুরে)

শিশুকাল হ'তে যতনে গাঁথিয়া
সুখের স্বপনহার,
হৃদয়ের কোণে লুকা'য়ে রেখেছি
সাধ করি' পরিবার।
জীবন প্রভাতে বহু ফুল তার
আপনি গিয়াছে ঝরে ?
বাকি যাহা ছিল, জীবন মধ্যাহ্নে
মলিন কর্মভারে।
কল্পনা ছিল, কল্পনা গেছে
বৃথা আপ্‌শোষ তার ;
বাস্তব সুখ ভাবিয়াছি যাহে
তা ও যে স্বপন-সার।
অতি আপনার বলি' যাহাদেরে
রাখিয়াছি বুকে ধ'রে ;
কেহ বেঁচে নাই, বাঁচিয়া ও কেহ
ছাড়ি' চলে গেল মোরে
স্বপনের ন্যায় বাস্তব-যোগ
এমনি ভাঙিয়া যায় ;

লোভায়ন প্রাণ হিতসাথী কাছে
থাকিতে যে বাসে ভয়।
যে যায় সে যায়, কে রাখে কাহায়,
মানুষের কি বা হাত ?
চাওয়া পাওয়া মোর চরণে তোমার
থাক, জগতের নাথ !
সৃষ্টির মাঝে নাহি দেখি কিছু
রবে যাহা চিরদিন ;
শাশ্বত প্রভু, আশ্রয় তব
অজর—মরণহীন।
তাই শুধু চাহি, চরণে তোমার
করি কোটি প্রণিপাত ;
দেহসুখ লহ, প্রাণ জুড়ে' রহ
মিলে থাকি দিবারাত।

—।—

(৫০)

পরমর্ষি গুরুনাথ

করুণা করহ পিতা পরশি আমায় ;
পাপ তাপ মুছে যাক তব করুণায় ॥

প্রাণভরে তোমারে ত ডাকিতে পারি না।
জ্বালাময় এ হৃদয়ে ধৈরয মানেনা॥
তোমা তরে দিবানিশি মন যে আকুল।
অশান্ত হৃদয় মোর না দেখি যে কূল॥
কতকাল এই ভাবে রহিব গো বসি'।
দাবানলে দহিতেছে হৃদি দিবানিশি॥
অস্থির পরাণে পিতা পারিত না আর।
দেখা দাও, কথা কও সন্তানে তোমার॥
দয়ার সাগর পিতা এস একবার।
প্রাণ মোর তোমা তরে কাঁদে অনিবার॥
কাতর পরাণে ডাকি শোন নাকি কাণে?
থাকিতে পারিনা আর অস্থির পরাণে।'
তোমার নিকটে মোর শুধু এই কথা।
অন্তিমে চরণে যেন দিতে পারি মাথা॥

(৫১)

পরমর্ষি গুরুনাথ

(মোর দুঃখের কথা বোল্‌বো কারে·········গানের সুর)
দয়ার ঠাকুর গুরু আমার
করিগো তোমার পদ বন্দনা।

সতত তোমায় আমি খুজিয়া মরি
তুমি কি আমায় দেখা দেবেনা ?
চারিদিক পানে যত চাহিয়া থাকি,
তোমারি করুণা ভরা এবে নিরখি।
তাইতো তোমায় আমি ডেকে ডেকে সারা হই,
তুমি কি একটী কথা কইবেনা ?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি সদাই ফিরি,
শূন্য জীবন নিয়ে হতাশে মরি,
এস এস দয়াময় দাও ও পদে আশ্রয়,
অভাগী কিরূপে আছে চাহি দেখনা।
এস এস দয়াকরি প্রাণের গুরু,
অমৃত বারি ঢাল (এ যে) শুষ্ক মরু,
করুণা নয়নে চাহ, সুমধুর বাণী কহ,
নীরসে সরস করি কর চেতনা।
ডাকিছি কাতর প্রাণে তোমা বার বার,
শান্তি দাও প্রাণে মোর ওহে প্রাণাধার,
(যেন) তব নাম হৃদে স্মরি, এ জীবন শেষ করি,
সতত তোমার পদে এই কামনা॥

—০—

(৫২)

পরমর্ষি গুরুনাথ

চেয়ে দেখ গুরু আমি ভাসি অকূলে।
তুমি ছাড়া কেবা মোরে উঠাবে কূলে ॥
ব্যথার ব্যথিত মোর কেহ নাই ভবে
জানিয়াও কেন তুমি রয়েছ নীরবে,
দিবানিশি আমি তাই, তোমারে দেখিতে চাই,
দয়া করে দাও মোর জ্ঞানআঁখি খুলে ॥
দয়াময় দয়া কর, মোর যত পাপহর,
পঙ্কে আমি ডুবে যাই ধর হাত তুলে ॥

(৫৩)

পরমর্ষি গুরুনাথ

আমার দিন কি যাবে, এমনি ভাবে, বল দয়াল বল।
সারাদিন যে, কেঁদে কেঁদে, আমার শুকায় আঁখিজল ॥
আমি প্রাণের মাঝে চাহি,
দেখি সেথায় তুমি নাহি,
হৃদয়আসন শূন্য যে মোর
আমার পূজা কি বিফল ?

ওগো চিরবন্ধু গুরু,
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
তোমা ছাড়া প্রাণে আমার,
একটুও নাই বল ॥
থেকো সদা আমার সাথে,
পায়ের ধূলা দাও মোর মাথে,
শুধু তোমার কৃপা বিনা আমার
নাই কিছু সম্বল ॥
(আমায় দিন যেন যায়..............গানের সুর)

(৫৪)

পরমর্ষি গুরুনাথ

আমি ডাকি করযোড়ে গুরু, সব দোষ মোর ক্ষম।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
(আমার) যত পাপ তাপ, সব মুছে দাও করুণা বিতর মম
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
সদা আমি চাই ও চরণযুগল, দাও পদ মনোরম।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
এ জগতে আর কেহ নাই পিতা, দরদী তোমার সম।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
আমি যে তোমার বড় আপনার, এই জানি প্রিয়তম।

নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
তুমি কি আমায় স্থান দেবে পায়, আমি যে পাপী অধম।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
তুমি পতিতপাবন, অধমতারণ, আমি যে অধমাধম।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
প্রণমি আমি ও রাতুল চরণে, নমি আমি নমো নমঃ।
নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমঃ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥

(৫৫)

জয় পরমেশ্বর মঙ্গল নিকেতন।
সত্যধর্ম্মদাতা চির পরিত্রাতা,
শুভের বিধাতা অশিবনাশন।
অনাদিকারণ পতিততারণ,
সত্যসনাতন অধমপাবন।
জ্ঞানের নিধান প্রেমের বিধান,
আধি বিনাশন অমৃত সদন।
কল্যাণআকর চিরশুভকর,
সর্ব্বদুঃখহর মঙ্গল সাধন।
আনন্দনিলয় শান্তির আলয়,
দোষপাশলয় পাশাতীত ধন।
অসীম অনন্ত নিত্য প্রাণকান্ত,

চিরশুদ্ধ শান্ত পাপ বিমোচন
স্নেহময়ী মাতা দয়াময় পিতা
সদা পরিত্রাতা সন্তানপালন।
হৃদয়রঞ্জন মানসমোহন,
প্রাণের পরাণ শোভন লোভন
সুন্দর সুন্দর মধুর মধুর
প্রেমশশধর জ্ঞান-বিকর্ত্তন।

(৫৬)

পরমর্ষি গুরুনাথ

জাগ আমার গুরুদেব, জাগ আমার প্রাণের মাঝে
শিবসুন্দরমধুর বপু দেখবো আমি চোখ বুজে।
ক্ষিপ্ত চিত্ত নীরব হয়ে,
যাবে তোমার পরশ পেয়ে,
মন-ভ্রমরা পাগল হয়ে, পড়বে চরণ সরসিজে॥
মলিন আমি অসংযত,
কর তোমার ভাবে রত,
হব আমি স্নাত পূত, তোমার প্রেমরসে ভিজে॥

(৫৭)

পরমর্ষি গুরুনাথ

গুরু আশীষ করি, অশিব দূরি' উৎসব ঘরে দাঁড়ায়ো।
তব প্রিয় নাম গাহিব সবে, প্রেমচন্দন ছড়ায়ো ॥
তব আগমনে, এ শুভ বাসরে,
মিলিবে পুলকে দেবদেবী নরে,
আনন্দে ভরিয়া সত্যধর্মের বিজয় পতাকা উড়ায়ো ॥
ভুলে গিয়ে কেহ ধর্মের তত্ত্ব,
পাপের কুহকে হ'লে উন্মত্ত,
নাশি বিপত্তি বুঝায়ে সত্য, তাপিত চিত্ত জুড়ায়ো ॥
হৃদয় গলিবে কীর্ত্তনরসে
পরাণ কাঁদিবে তোমার পরশে
দরশে দরশে, প্রেম বরিষে, বিরষে হরষ বাড়ায়ো ॥

—০—

(৫৮)

পরমর্ষি গুরুনাথ

গুরুদেব ! এস প্রেম আলোক জেলে।
আমার রুদ্ধ হৃদয়দ্বার পরশে মেলে ॥
তব কৃপা বিনা জীবন আমার—
বড় দুঃখময় লাগে গুরুভার,
যত করম, জ্ঞান সাধনা, জপ তপ আরাধনা,
সকলি অপূর্ণ দেব, তুমি না এলে ॥
আলসে, লালসে, মোহে অচেতন,
জীবন্মৃত মাঝে সঞ্চার জীবন,
তুমি হর হে বিঘ্ন বিপদ, পূজিব অভয় পদ—
প্রীতি, ভক্তি কুসুমাঞ্জলি চরণে ঢেলে ॥

(৫৯)

পরমর্ষি গুরুনাথ

বিপদহারী গুরু আমার এস।
দূরি' পাপ তাপের কালিমা, দুঃখ দৈন্য বেশ ॥
অন্তর মম ঘোর তিমিরে,
চিরম্লান করে রয়েছে ঘিরে,
প্রকাশ তোমার জ্ঞান-মিহিরে, উজলি হৃদয়-দেশ ॥

ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বকরম ফলে,
দুঃখে তাপে মোর দিন যায় চলে,
তব শ্রীচরণ শান্তিছায়া তলে এসেছি জুড়াতে ক্লেশ ॥
গুণহীন দীন অনাথ অধমে,
নিরমল কর তোমার প্রেমে,
ডাকিব জগত প্রাণ-প্রিয়তমে সুন্দর পরমেশ ॥

(৬০)

পরমর্ষি গুরুনাথ

গুরু, আকুল হয়েছে প্রাণ আজি
তব আশা পথ চাহিয়া।
এস বাণী, ভবানী, ভব সনে, ভবেশ মন্ত্র গাহিয়া ॥
তৃষিত চকিত চিত, বিয়োগ বেদনাভরা,
এমন করে, তোমায় ছেড়ে, যায় কি জীবন ধরা—
এস প্রেমিকের প্রাণে, ভকতহৃদয়ে, ভকতির ধারা বাহিয়া ॥
সত্য যাঁহার জীবনব্রত, সত্যে গড়া প্রাণ,
তাঁকে ছেড়ে হয় কি কভু সত্যের জয়গান ?
তুমি উজ্জ্বল কর সন্তান তব, মলিন চিত্ত মুছিয়া ॥

এস গুরু নিজ গুণে, সত্যের নিত্য ছন্দে,
ভাসাও তবাশ্রিত জনে ব্রহ্ম প্রেমানন্দে,
এস প্রেমিকের প্রাণে, ভকত হৃদয়ে, ভকতির ধারা বাহিয়া ॥

(৬১)

পরমর্ষি গুরুনাথ

(গজল সুরে)

সাঁঝে সকালে সকল ভুলে
বলিব গুরু তোমার নাম,
বরিষ প্রাণে অমিয় ধারা—
তুমি যে আমার শান্তিধাম ॥
দিবস রাতে সকল কাজে—
কত যে তোমার করুণা রাজে
রাখ যে আমায় তোমার মাঝে
জাগে যে প্রাণে প্রাণারাম ॥
সত্য সন্ধান লভিতে ধরা,
ঘুরে সতত আলোকহারা
সবার চোখে আলোক ধারা
বিতর দেব—নাশিয়া তমঃ ॥

(৬২)

বাবা ভোলানাথ

বাবা আমার পাগলা ভোলা
নাচেরে ঐ তালে তালে।
ও তাঁর মাথায় জটা, কৌপীন আটা রে
রুদ্ররশ্মি দীপ্তভালে ॥
বিভু নাম গায় পঞ্চমুখে,
বিশ্ব প্রেমের আসন বুকে—হায়রে,
সদা ঢেউ পাথারে চালায় তরী
লাগায়ে প্রেমের বাতাস নামের পালে ॥

ফুলে ভোলে যথা ভৃঙ্গে
নন্দী ভৃঙ্গী আদি সঙ্গে—হায়রে
ও সে আপনি মহেশ তাই দীনবেশ রে-
নাচে ঐ সব অন্তরের অন্তরালে ॥

ডিম ডিম্ ডম্বুরা বাজে
ওঁংকারে ঐ সকাল সাঁঝে—হায়রে—
ও সে সদানন্দে—প্রেমানন্দে রে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

(৬৩)

পরমর্ষি গুরুনাথ

এবার আমার প্রাণে জাগো
প্রাণের প্রিয়তম।
হৃদয়ের সব আঁধার ঠেলে,
বস তোমার আলো জ্বেলে,
তোমার হাওয়ায় আমার প্রাণে,
জাগ্‌বে শম দম ॥
সকল রসে রসিক তুমি ভাবুক সুমধুর,
বাজাও আমার প্রাণের মাঝে প্রাণ কাঁদান সুর,
তোমার ভাতি পড়বে ছড়ি'
জ্বল্‌বে রে দীপ জীবন ভরি,
(তখন আমার) আপনা হ'তে সকল ব্যাথার
হবে উপশম ॥

(৬৪)

পরমর্ষি গুরুনাথ

বন্দি তোমার অভয় চরণ
তুমি হে আমার পরম শরণ,

সর্ব্ব বিপদ্-বিঘ্নতরণ,
জীবনে মরণে তুমি হে সহায় ॥

দেখিব তোমারে পলক পলকে,
অমল প্রেমের কনক ঝলকে,
কাজল হৃদয় উজল আলোকে,
ভাতিবে, মাতিবে চকোর প্রায় ॥

ডাকিব তোমায় নয়ননীরে,
স্নেহে আমারে রাখিও ঘিরে,
দিও শ্রীচরণ নমিত শিরে
চিরতরে এ দাস তোমারে চায় ॥

(৬৫)

পরমর্ষি গুরুনাথ

পরেশ নন্দন, আনন্দ সদন,
চিত্তবিনোদন, দেব গুরুনাথ।
জীবদুঃখে দুঃখিত, উদ্ধারে দীক্ষিত,
সত্য সুরক্ষিত, দেব গুরুনাথ ॥
পরব্রহ্মনিষ্ঠ সৃষ্টি-বিশিষ্ট
পিতৃ-আদিষ্ট, দেবগুরুনাথ।

ধরাস্পর্শে স্তম্ভিত, রামস্নেহসিঞ্চিত,
গৌরী বিচুম্বিত, দেব গুরুনাথ ॥
স্বাধ্যায়ে নন্দিত, সুরনরবন্দিত,
পিতা লাগি ক্রন্দিত, দেবগুরুনাথ।
শিক্ষক-শিক্ষক, ভ্রম-নিরাসক,
বিপদে রক্ষক, দেবগুরুনাথ ॥
পেয়ে শিব ইঙ্গিত, ধরে বিভু সঙ্গীত,
প্রেম-তরঙ্গিত, দেব গুরুনাথ।
অদ্রিপাদদেশে, পিতার উদ্দেশে,
মত্ত ধ্যানীবেশে, দেব গুরুনাথ।
পূর্ণ আরাধন, সিদ্ধ সে সাধন,
ছিন্নসববাঁধন, দেবগুরুনাথ।
দীপিত শমদম, মূর্ত্তি নিরুপম,
ফুল্ল নীপসম, দেবগুরুনাথ ॥
দীন সুত লাগি, ব্রহ্মপ্রেম মাগি,
সংসার-বিরাগী, দেব গুরুনাথ।
সন্তান দ্বারদেশে ডাকিছেন ভবেশে,
ভিখারীর বেশে দেবগুরুনাথ ॥
কীর্ত্তনানন্দিত, ভাবে তনু স্পন্দিত
সুরভি-নন্দিত দেব রুরুনাথ
জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত, প্রেমবিগলিত,
কোটীগুণে মিলিত ব্রহ্মে গুরুনাথ ॥

(৬৬)

পরমর্ষি গুরুনাথ

ধরণীর তরে সন্তানের দ্বারে, ভিখারীর বেশে ঘুরিয়াছ।
আয় আয় কেরে লভিবি পিতারে বলিয়া কাতরে ডাকিয়াছ॥
সারা দেই নাই খালি হাতে তাই বুকে ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছ।
পিতার চরণে কাতর পরাণে সেই মনব্যথা জানিয়েছ॥
আপন সন্তান অধম অজ্ঞান বলি' কতবার আসিয়াছ।
সাধনাবিহীন তাই এতদিন আঁখি জলে কোলে নিয়েছ॥
যা কিছু আছে রে সকলি আমারে দে, বলিয়া হাত পাতিয়াছ
তখন কেঁদেছি অধম ভেবেছি ভাবিনি আমার তুমি আছ॥

(৬৭)

করুণা দিয়েছ নিশীথ তারায়, তাই সে মধুর হাসে।
তোমার করুণা চাঁদের কিরণে, তাই লোকে ভালবাসে॥
রবিতে দিয়েছ অঝোর করুণা, বিতরে তোমার আলো।
আকাশে বাতাসে তোমার করুণা তুমি ভাল, বড় ভাল॥
মুকুলে জাগাও করুণায় তব পাখী গায় জয় গান।
করুণায় বাঁচে বৃক্ষলতা জীব, সকলি তোমারি দান॥
কঠিন পাষাণে ঢালিয়া দিয়েছ তোমার করুণা ধারা।
সাগরে দিয়েছ উজার করিয়া তাই সে পাগলপারা॥
পাহাড় ফাটিয়া বাহিরিছে জল অচল মগন ধ্যানে।
সাগরের জল তাই হ'ল লোনা কেঁদে কেঁদে তব গানে॥

(৬৮)

পরমর্ষি গুরুনাথ

হৃদয় আসনে বসাব তোমারে
আরতি করিব গানে গানে।
নাইকো আমার কোন উপচার,
অঞ্জলি দিতে ও চরণে॥
ওগো গুরু মোর মুখ তুলে চাও,
অন্তরে মোর দাও সারা দাও,
দূরে নাহি যাও আর না লুকাও
দাও গো দরশন অধম জনে।
আমার হৃদয় যোগ্য ত নয়,
তবু সাধ হয় বসাতে তোমায়,
যোগ্য কর তব চরণ ছোঁয়ায়,
হইবে ধন্য পাতকীজনে॥
ওগো গুরুদেব, লহ প্রণিপাত,
ক্ষমি অপরাধ কর আশীর্ব্বাদ
তোমারই চরণ করিব শরণ—
সকল করমে সদা মননে॥

(৬৯)

(রামপ্রসাদী সুরে)

(মনরে পূজ প্রেমময়ে···গানের অনুবাদ)

Adore, my mind, the Loving Father.
My life and birth will be meaningful
And the heart will be joyful for ever.

With flowers of piety and love, oh mind !
Sprinkled with sandal of reverence,
Pay homage to the heart's glory, the Lord
Seated there in prominence.

Adore within constantly, oh mind,
Him—the Receptacle of infinite qualities
Adore, adore, the Resort of the helpless,
And the Companion for Eternity.

(৭০)

মোর দুখের কথা ব'লব কারে
কে দেবে মোরে সান্ত্বনা।
আমি যে হেথায় কাঁদি বেদনায়
কার কাছে যাব বল না॥

দিন গেল, দিন গেল ব'য়ে,
শুধু মোর নিরাশারে ল'য়ে
আশার গগন হ'তে আলোর পরশ
মোর হিয়া কি লভিবে না ?

এ কি নিয়তির নিদারুণ লিখা,
মোর এ জীবনে মিলিবে না দেখা,
রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে চরণের ধ্বনি তব
সুমধুর বাজিবে না ??

(৭১)

অঞ্জলি লও দেব, অঞ্জলি লও,
আমারে এনেছি আমি।
আজি হ'তে মোর সারা দেহ মন
তব পথ অনুগামী ॥
এতদিন ছিনু আমি তোমারে ভুলে,
ঘুরেছি তিয়াসা লয়ে, কত না কূলে
আজি এ অবেলায়, তোমার চরণ ছায়,
শরণ নিলাম ওগো স্বামী ॥
দূরে যাবে দুখ তাপ
দূরে যাবে শ্রান্তি

শীতল সলিলে নামি লভিব শান্তি,
চিত্ত মধুপ মোর
সুধাপানে বিভোর
গুঞ্জরিবে দিবা যামী ॥

(৭২)

আমার দিন যেন যায় হে দয়াময়,
তোমার পানে চেয়ে।
আমার সকল কাজে প্রাণের মাঝে
এসো তরী বেয়ে ॥
বড় দুঃখী আমি দীন,
আমার কাটে না ত দিন,
তোমায় ভুলে ঘুরে মরি,
যাতনা বিষ স'য়ে ॥
মনকে বুঝাই আমি,
তুমি লবেই কোলে টানি,
দূরে যাবে সকল ব্যথা
তোমার পরশ পেয়ে ॥

(আমার দিন যে গেল···গানের সুর)

(৭৩)

তব চরণের একটুখানি ছোঁয়া
তারি লাগি কাঁদি নিশিদিন আমি প্রিয় !
অন্ধ আঁধার অনুভূতিতীরে
তোমার চরণ দুখানি বাড়ায়ো ॥
আমার কাননে আসেনি দখিনা বায়,
হেথা ফোটে না ত ফুল, মুকুল ঝরিয়া যায়,
আমার কাননে ওঠে না কূজন সুমধুর স্বরগীয় ॥
দূরে বয়ে যায় কলকল সুরতটিনী,
সে সুর শুনিনি শ্রবণে, হৃদে পশেনি
আমার হৃদয় নিভৃত কুঞ্জে
সকরুণ বাঁশী বাজায়ো ॥

(৭৪)

কেন তোমারে ভুলি
বারে বারে চলে যাই দূরে দূরে
তুমি কি তা দেখনা, ভাবি তাই মনে।
আমার মনের আবিলতা,
আমার প্রাণের দুঃখ ব্যথা
সবই যে তোমার বিহনে,
সেকি তুমি জাননা, ভাবি তাই মনে ॥

জীবন শুকায়ে গেল তোমায় পরশ বিনা,
জানিনা ত এ জীবনে হায়, আশা মিটিবে কিনা ?
কবে মম অন্তরপুরে,
তব বাঁশী মধুর সুরে
বাজিবে, কাঁদিব তব লাগি,
সে কথাটি বল না, আজি এই ক্ষণে ॥

(৭৫)

(খৃষ্টদেব রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত অবলম্বনে)

আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু,
তোমার করুণাগুণে।
আমার সকল কালিমা ধুয়ে মুছে দাও—
তোমার পরশ দানে ॥
বারে বারে তুমি ডাক ভালবেসে,
দূরে চলে যাই নিজ কর্ম্মদোষে,
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার
এ জ্ঞান ফুটাও মরমে ॥
তোমারে যতনে করি আরাধনা,
জীবন প্রভাতে ছিল এ বাসনা,
সত্য হোক মোর জীবনের ব্রত,
তোমারে আমি যেন ডাকি নিয়ত,
করি যেন কাজ তব মনোমত,
সহজ সরল প্রাণে ॥

(৭৬)

করুণাময় হে তুমি দীনজন তারণ।
আমি অশান্ত, আতুর পান্থ, দিশি দিশি মরি ঘুরিয়া,
তুমি লওহে আমায়, ওগো দয়াময়, আছি তব পথ চাহিয়া,
শান্ত হে, কান্ত হে, তুমি মঙ্গল-নিদান॥

আমার নয়ানে, আমার ধেয়ানে, আন তব ধ্রুব জ্যোতি,
লোভ বাসনা, পাপ কামনা, দূর কর যত কুমতি;
প্রেম হে, ক্ষেম হে, তুমি হে পতিতপাবন॥

বিষাদঘন ঘোর বিজন, রচিয়াছি মরুকারা,
আশীষ ধন্য, সলিল পুণ্য মাগি তব সুধাধারা
প্রাণ হে, ত্রাণ হে, তুমি চির দীনশরণ॥

(৭৭)

(যেন) আঁধার মলিন জীবনের পর তোমার পরশ পায়।
ভ্রান্ত পথিক ক্লান্ত হিয়ায় তোমার করুণা চায়॥
মোর হৃদয়সলিল পাপপঙ্কে ভরা
মোহ-অরণ্য রচিয়াছে ঘোর কারা,
ক্ষণিক বাতাসে আলোক পশিয়া পলকে মিলায়ে যায়

যে পথে সকলে গেল চলে ঐ
পুণ্য-পুলক রথে,

আমি চাই নাই, আমি যাই নাই,
ভুলিয়াছি পথ বারে বারে শুধু
আলেয়ার ইসারাতে।

ডাকে যেন কারা সহসা শুনেছি কানে,
মোর লাগি বুঝি কাঁদিছে আকুল প্রাণে
আমি যাব, আমি যাব—
ভুবনেশ্বর, হে প্রিয় আমার—
দূর কর আলেয়ায় ॥

(৭৮)

তুমি মঙ্গলময়, তুমি মঙ্গলময়।
তুমি প্রেমময়, কৃপাময় করুণাময় ॥
তুমি সত্য শুভ সনাতন চির আনন্দধাম,
তুমি নিত্য, তুমি পূর্ণ, তুমি বিশ্বের প্রাণারাম ;
তুমি পতিতপাবন, অধমতারণ
দীনজন আশ্রয় ॥

(৭৯)

বাজিবে কি তোমার মধুর বাণী
পরাণভরে গভীর সুরে ?
আনন্দে মাতিবে হৃদয়খানি
দুঃখ বিপদ যাইবে দূরে ॥
কবে, তোমারি আশে বসিয়া রহিব,
কবে, তোমারি আলোক হৃদয়ে পাইব
কবে, ব্যাকুল ভরে সদাই বলিব
তব দয়া বলে পঙ্গুও যে তরে ॥
ওহে অধম তারণ পতিতপাবন,
(মোরে) দয়া কর ওগো কাঙ্গালের ধন
(কবে) আলোকি' উঠিবে এ আঁধারগগনে
তোমার অমৃত কিরণ ঝরে ॥

(৮০)

আমার এ জীবন ধন্য কর, তোমার পুণ্যপরশ দিয়া।
ধূলি হ'তে মোরে টেনে লও ওগো, হে মহান্ দরদিয়া ॥

আমি অবনত, পাপভারে শত,
আর কেহ নাই দুঃখী মোর মত,
হে মহাপরাণ, ওগো পাপহারী
রহিও না দূরে সরিয়া ॥

মোর অন্তর শতদল
মেলিল না আখি হায়,
ঘোর তিমিরে দিবানিশি
অঘোরে ঘুমায়ে রয়,
তাই ডাকি তোমা, ওহে জ্যোতির্ম্ময়, উঠুক উজলি অন্তর আলয়,.
তব পরশনে মুদিত কমল উঠিবে উঠিবে ফুটিয়া ॥

৮১

করুণা-সিঞ্চিত মধু পরশন—
তনুমন অনুক্ষণ যাচে হে।
প্রেম উছলিত, স্নেহবিগলিত
সান্ত্বনা সুধাবারি মাগে হে ॥

সংশয়তিমির বিদূরিত কর
জ্ঞান উজ্জ্বল আলোকে,
অন্ধনয়ন পাবে দরশন,
প্রাণ জাগিবে পুলকে ॥
প্রকৃতি নন্দিত, সুরনরবন্দিত
ছন্দিত তব গুণ গাঁথা হে
সত্যসনাতন, পতিতপাবন,
জয় জয় জয়, তব জয় হে ॥

৮২

সকল বাসনা সমাধি লভুক
তোমার চরণ তলে।
সকল কামনা ঝরিয়া পড়ুক
নীরব নয়নজলে॥
তোমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগিয়া উঠুক আমার জীবন,
পশুক আসিয়া তোমার মনন
আমার মনন তলে॥
তুমি যে আমার অতি আপনার,
নয়নের মণি সাধনের সার
তোমার বিহনে জীবন আমার
বিরহ অনলে জ্বলে॥
ওগো প্রাণারাম, প্রাণের দেবতা
সাড়া দাও সাড়া দাও;
মোচন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা
করুণানয়নে চাও —
তোমারে ভুলিয়া ভুলি আপনারে
মায়া মোহে থাকি পাপের মাঝারে,
যোগ্য করিয়া লহগো আমারে
তব কৃপা-কণা বলে॥

(৮৩)

ওগো অন্তরযামী !
পথ চলা মোর পথের মাঝারে
বারে বারে যায় থামি ॥
সবে চলে যায় তব পথ ধরি
আমি যে অন্ধ হতাশায় মরি,
তমসার মাঝে হা হুতাশ করি
আলো নাহি হেরি স্বামী ॥
সে আলোর দেশে অপরূপ বেশে
যায় তব অনুগামী;
না শুনি সে গান—তব আহবান
আঁধারে গিয়াছি নামি ॥
ওগো পিতা আমি তোমারি পালিত,
তবু পদে পদে বিপথে চালিত,
না পারি চলিতে জীবনের পথে—
বড়ই অভাগা আমি ॥
তুমি প্রেমময় দয়াময় হরি,
তুমি দীননাথ তুমি ব্যথাহারী,
তুমি যে আমার চির ত্রাণকারী
চির মঙ্গলকামী ॥

৮৪

তাঁরে বন্দে, তাঁরে বন্দে
ওঁংকার ঝঙ্কারে বন্দে।
সুগভীর ছন্দে
সুধা মকরন্দে
(সবে) মগ্ন আনন্দে সুগন্ধে ॥
অম্বরে ডম্বরু গুরু গুরু ধ্বনিছে,
তাথাথৈ তাথাথৈ গ্রহদল নাচিছে,
বিস্মিত উছসিত চিন্ময় শোভিছে
সম্ভব-প্রলয়-পালন-বিধি ছন্দে ॥
অব্যয় অক্ষয় ভূমা সীমা অতীতে,
বিহ্বল বিস্ময়-দুর্দম গতিতে,
শাশ্বত হরষিত অরূপের রূপেতে
মথিত চেতন-চিত অবাঙ্‌ময়া নন্দে ॥

৮৫

ওঁং ব্রহ্ম ওঁং গাও ব্যাকুল তরঙ্গে।
স্মর স্মর মধুক্ষর, ওঁং ব্রহ্ম ওঁং প্রাণাধার,
পিও, ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মানন্দ-গুরুনাথ সঙ্গে ॥
বহিছে ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য প্রেমামৃত ধারা,

শরণ লহ, ওঁং ওঁং কহ, কত সুধাভরা,
ওঠে মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
সতত সুনির্ভয় ভাব ;
দূরে যায় সব যাতনা, মোহ-কলুষ দ্বন্দ্বে ॥
ভূমানন্দ পারাবার, অথৈ শান্তি সুধাসার,
প্রেমলীলা-রস-পূর্ণং ওঁং প্রেম ওঁং পীযূষাধার,
ওঁং প্রাণব্রহ্ম ওঁং প্রাণ ব্রহ্ম-অচ্যুত-আনন্দ রম্য,
অখিল-পীযূষ-বর্ষী প্রণব সুরব বন্দে ॥
দেবদেবী সমাহিত ব্রহ্ম জ্যোতিঃ পাথারে ,
এই তুমি, এই তুমি, প্রেমাধীশে নেহারে ;
তুলিছে প্রণব তান, পিয়াসু চাতক প্রাণ,
মত্ত প্রেমিক অলি ব্রহ্মমকরন্দে ॥
(ওঁং হরি ওঁং, ওঁং হরি ওঁং ব্রহ্মাণ্ড নাচিছে
ব্রহ্মপ্রেমানন্দে)
(ওঁং হরি ওঁং, ওঁমোম্ ওঁমোম্ ওঁং বিশ্বভুবন
নৃত্যে মগন প্রেমলীলা রঙ্গে)
(ব্রহ্মনাম গাওরে আনন্দে—সুর)

৮৬

ভাবরে ভাবরে অচ্যুত আনন্দম্ .
নিত্যশান্তি নিত্য-সুধা হৃদয় ভূষণম্ ॥
দুঃখ জ্বালা জুড়াইতে,
ডোব সুধাসলিলেতে ;
(নিত্য) জাগ্রত জীবন্ত ব্রহ্ম, বিশ্বরমণম্ ॥
তুমি ভুলি গেছ যাঁরে,
সে রয় তোমার হৃদয় ভরে :
দেহ মন প্রাণ ধন—ওতপ্রোত ওঁং ।
মরীচিকার ছায়ার কায়া
ভুলায় তোমা রচে' মায়া,
হের, নিত্য সত্য প্রেমদীপ্ত শান্তিনিকেতন ॥
অনাথের নাথ তিনি,
দুর্ব্বলের বল তিনি ;
অকূলে ভরসা তিনি, সুহৃদ্-বৎসলম্ ।
প্রিয়তম মেঘবারি,
নীরসে রস-সঞ্চারী
পঙ্গুরে লঙ্ঘান গিরি, নিত্যপ্রসীদম্ ॥
(ব্রহ্মনাম সুধারস কর পান…সুর)

৮৭

মনেতে বাদল ঝড়ে অবিরল।
কপোলে আঁখিজল করিছে টলমল॥
জীবনবীণা টুটিয়া গেল হায়
হৃদয় আজি মোর নিরাশায় ভরে যায়,
তোমারি কথা ত স্মৃতিতে মুছে যায়
ঝড়েতে তীরে মোর নামিছে কত ঢল॥
সুখেরি আশায়, ঘুরেছি ঘুরিছি
পরাণ সঁপি নাই কাদা যে ঘেটেছি,
আমি ত আমি নই পুতুল সেজেছি,
জানিনা কি হবে, কি হবে এই বোল্॥
আশার আশা ভাসা মনের মুকুরে
মিলিছে দুঃখের পরশ সায়রে
নাহি নাহি আলো রয়েছি বিবরে,
স্মৃতি শ্রুতি দিঠি-হারা যে বিভোল॥
(গজল সুরে)

৮৮

আমার অন্তর আনন্দে নাচে বিশ্বকল্লোলে।
থৈ থৈ থৈ তাথৈ তাথৈ বন্দে ছন্দ হিল্লোলে।

ভাসে ডোবে ভাসে
নিবিড় উচ্ছ্বাসে,
চিৎ সায়রে ডগমগ প্রেমে নিখিল হাসে,
রাগে অনুরাগে জাগে অখিল আলিঙ্গন কোলে ॥
'রসো বৈ সঃ' রব
অনন্ত বৈভব
মগন গগন লগন লগন প্রণব সুরবে,
রঙ্গে ভঙ্গে রূপতরঙ্গে খেলে সাগর-প্রেমজলে ॥
দীপ্ত দশ দিশে
মগন মিলন রসে,
"আমি সবার, সবই আমার" ভাষে সুধা কণ্ঠ রে ;
(বিশ্ব) ঢেউয়ের দোলায় দোদুল দুলে, ডুবছি আমি অতলে ॥
(দেখ্‌বো তোমার প্রেমের লীলা···গানের সুর)

৮৯

তোর তরে কাঁদিয়া আকুল সৃষ্টিসিন্ধু রে।
স্রষ্টা কাঁদে, সৃষ্টি কাঁদে (মোরে) দৃষ্টি রাখি রে ॥
কাঁদে বনানী ওরে
কাঁদে পাহাড় গুমরে,
কাঁদে তরঙ্গ বিহঙ্গসঙ্গে নিখিল অঙ্গ রে ॥

কাঁদে ফিরে আয় আয় আয়—
কাঁদে অসীম বেদনায়—
আকূল রোদনপ্রবাহ্ তাঁর চির চাওয়ায় ॥
কাঁদে নিখিলের বীণা
কাঁদে অখিল মূর্চ্ছনা
সাথীহীন পথহারা ভুলে নাহি যায় ॥
কাঁদে "তুমি আমারি"
কাঁদে 'আমি তোমারি—'
বিশ্বহৃদয় নিঙারি ক্রন্দন ধ্বনিছে আকুলি আয় ॥
(নাম নিলে কাঁদেগো যেন—গানের সুর)

(৯০)

দেবকাম্য সত্যধর্ম্ম ফুট্‌লো ধরা মাঝে।
মহিম-গুরু, অভেদ-অনরু ভাসে, তিমির যত নাশে ॥
আনন্দেরি দোলায় তুলে তুলে
অমৃতের বাণী সুরে সুরে,
মুক্তি আলো প্রস্ফুটিলো
নিখিল ভুবন হাসে ॥
অমৃতেরি সন্তান জাগ জাগ,

পূর্ব্বাকাশে সোনার অরুণ রাগ
আকুল ভুবন নৃত্যে ডগমগ
পাগলপারা রসে ॥
স্বরগ সুধা উথ্‌লে হের উঠে,
ধরার বুকে পড়লো কিবা লুটে
এপার ওপার আনন্দেতে ছুটে
মিল্‌লো মোহন বেশে ॥
মাভৈঃ বাণী ঐ যে ধ্বনি বাজে,
দেবদেবীগণ সঙ্গদানে সাজে
অনা'সেরে হেরবে গুণরাজে
লভি' অলভ্যেরে শেষে ॥
আয়রে তোরা আয়রে ত্বরা করি,
বদ্ধ ঘরে থাকিস্‌ না আর পড়ি,
জগৎপিতা নেবেন উদ্ধার করি'
আনন্দ আবেশে ॥
আনন্দেতে মুখর বিশ্বজাগে,
ওঁঙ্কারিয়া ঝঙ্কারে সুরাগে
নিখিল ধরা রাগে অনুরাগে
ব্রহ্ম আহ্বান রসে ॥
গুণফুল রাশি রাশি হাসে,
দোষ পাপরাশি কিবা নাশে
আমোদিত সুবাস বেশে
বিজয় উল্লাসে ॥

ভাস্করের প্রখর করে নিভে
যত তারা, হয় যে হারা নভে
আলোর খেলা আনন্দ সুরবে
উদ্ভাসিত দশে ॥
বসুধা তোর ভাগ্য প্রসন্ন
স্বরগ সুধায় মগ্ন ও ধন্য,
পারাপার এক অনন্য
একম্‌ প্রকাশে ॥
(ধরায় স্বর্গ হাসে)
(ও রজনী গন্ধা—গানের সুর)

(৯১)

ব্যথা পাও, কেন ধাও তবু এ বনে।
কেহ নাহি ফিরে যাও নিজ ভবনে ॥
বঞ্চিত, শঙ্কিত, শতশত দণ্ডিত,
কম্পিত ক্ষতচিত্ত তমসাভয়ভীত,
গতি-শ্লথ, আশা-হত, তবু এ ভ্রমে ॥
কাঁটা ভরা এই ভব-গহনে,
শ্বাপদশত ভীত এ মনে
কত কাদা পায়ে পায়ে নাহি বিরামে ॥

হেথায় যে আলোলেশ নাহি হায়,
ভয়ভীতি ক্ষতি সর্ব্ব সাথীচয়
পথহারা হবে জেনে নাহি তো মানে ॥
নিরাশা ঘনঘোর মেঘ যে
ঘিরি তারা হারা সব নিভে যে
ধূমায়িত মম চিত-ব্যাথায় ঘনে ॥

(বিদায় দিয়েছ যারে· ·গানের সুর)

(৯২)

প্রাণাধার রসরাজে ভুলে কেন ভাই।
আশাকুঁড়ি ফোটে নাকো, ঝরে পড়ে তাই ॥
জীবনের দাবী দাওয়া, শেষ নাহি খাবি খাওয়া,
মরমে বিষাদ হাওয়া বহিছে সদাই ॥
যিনি পরম সোহাগে ধরি নিখিল ভুবন
পরা অনুরাগে রাঙ্গায় অখিল চেতন,
চিন্ময় রূপশোভা অলখরঞ্জন
হায় হায় নাহি হেরি, চোখে দ্যুতি নাই ॥

(বিদায় দিয়েছ যারে...গানের সুর)

(৯৩)

ধেয়ানমগন হিমগিরি ঘন,
কহিছে ধেয়ানে ডুবিতে।
বিষাদ বিসরি' বেদন পাসরি'
কহিছে অসীমে ছুটিতে ॥
গগনে গগনে অনুপম ভাতি,
ধেয়ানমগন সুষমা প্রকৃতি
বনরাজিনীলা ধেয়ান প্রশস্তি
গভীর গম্ভীর ভাবেতে ॥
শ্যামল বনানী শ্যাম মহিমায়,
জলদকান্তি বরণ বিভায়
অপরূপ রূপ প্রশান্ত ধারায়
ফুটিছে বিচিত্র রূপেতে ॥
(মম) গভীর গহন হৃদয়ারণ্য,
অজানা সরস পরশ ধন্য
(ওঠে) গমকি গমকি সরব পুণ্য
অসীম রাগিনী ধ্বনিতে ॥
(প্রমোদমগন বিশ্বভুবন —গানের সুর)

(৯৪)

নভোমণ্ডলে দোলেরে তারার মালা।
চমকে চমকে কত মতি উজ্জলা॥
গম্ভীর গগনে কি সুর বাজে
অম্বর স্তম্ভিত অসীম মাঝে,
কান্তা যে সঞ্চারে অন্তরে যে,
দিশ্ময়, চিন্ময় বিপুল লীলা॥
ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে কি ধ্বনি শুনি
নন্দন উপবেন ওঠে রণনি,
মরমের কন্দরে ঝংকারে ধ্বনি
প্রণবের গুঞ্জনে নিখিল উতলা॥
শান্তম্ অনন্তম্ শান্তম্ অনন্তম্
সুন্দর মনোহর শান্তি চিরন্তম্.
প্রাণমনমোহন শোভন শিবম্
প্রেমন্ প্রেমন্ জ্যোতির ধারা॥

(৯৫)

ভুবনে কত যে আনন্দ।
ঝংকারে কত গান, কত সুর ছন্দ

হৃদয়ে হৃদয়ে ফোটে নিতিসুধা রঙ্গ
নবনব ভবধব লীলার তরঙ্গ,
মধুতানে হাসি গানে
মিলন প্রসঙ্গ ॥
প্রহরে আহরে কত রূপ মরি মরি,
লহরে লহরে ধায় অমিয়া তাহারি,
পলকে অলখ হের দ্যুলোকের ভঙ্গ ॥
উলসি উলসি সুধা প্রাণে প্রাণে মিনতি,
নৃত্যের বন্দনায় চিত্তের আরতি,
প্রণবের গুঞ্জন মন্থন মন্দ্র ॥
ফুল গায়, পাখী গায় সিন্ধু সরিত গায়
বিশ্বভুবন গায় মহিমার গরিমায়
মলয়ের হিল্লোল পরশ সুছন্দ ॥
(তুমি হে পরমানন্দ—গানের সুর)

(৯৬)

ফিরে আয়, ফিরে আয়, নিজ অন্তর নির্জন আঙিনা
হৃদয়দেবতা জাগিছেন সেথা, তাঁরি ছায় বসি আয়।
অন্তরযামী তিনি অন্তরে বাস,
বদ্ধ হৃদয়ে তোর মেটেনাকো আশ

স্নেহরস ঢল ঢল, করুণ আঁখি কমল
অনিমেষে আকুলিয়া চায় ॥
অনাদি কালের শোন বেদন বহি
কাঁদিছে বাঁশরী রব, রহি রহি,
ভুলে থাকি তবু দেখি সবই সহি'
(ডাকে) মরমিয়া দরদেতে চায় ॥
কাণ পেতে থাক তুমি চোখ মেলি রও,
অন্তরালের সুর বুক পাতি লও,
ব্যথার ব্যথী তুমি সাথী সদা রও
অন্তরে অন্তর নাহি নাহি চায় ॥
পরাণ বিতানে জ্বালো প্রদীপমালা,
সাজাও কুসুম গুণে পূজার থালা,
দোলাও অনন্য হয়ে হৃদয় ডালা
ব্যথার ধূপে বর তাঁয় ॥
প্রশান্ত জলধির সুমহান্ ভাস
ভুবন আলো করা জোছনার হাস
শান্তি নিরধিনীরে ডুবাতেরে আশ
সে কান্ত একান্ত চায় ॥

(৯৭)

তুমি রক্ষক, তারক পাবক হে !
তুমি শান্তিদ, শক্তিদ, মুক্তিদ হে !!
সর্বদায়ক, পালক—বিশ্ব ভূমা।
ক্ষম ক্ষম করুণায়—মম কালিমা॥
"সত্যি-ধরম" তুমি, মহিমা-সাগর।
দুস্তর-কান্তারে তুমিই আশার আকর॥
নীড়হারা গতিহীন—আতুর—আশ্রয়
দীননাথ, সুবৎসল, স্নেহ-রসময়॥
চির-আলম্বন তুমি, সহায় সম্বল।
দুর্বলের একমাত্র জ্ঞান, বুদ্ধি বল॥
ভব-কর্ণধার তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি।
তুমিই ভরসা নাথ—নাহি অন্যগতি॥
প্রেমের সাগর তুমি, ভূমানন্দময়।
সন্তাপহারী নাথ, শীতল মলয়॥
অনন্ত বিধান তব—মঙ্গলেতে ভরা।
মৃত-সঞ্জীবনী তুমি শান্তি সুধাধারা॥
বাঁচাও জীবন মম—ত্রাসে অনুক্ষণ
জনম সফল কর—যাচে ভীরুমন॥
গুণের সাগর তুমি প্রসাদ সুধায়।
গিরি লঙ্ঘি' পঙ্গু গাহে মহিমার জয়॥

(করুণাময় তারক—সুর)

(৯৮)

(ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা—গানের সুর)

আনন্দেতে সৃষ্টি তোমার,
আনন্দেতে পুষ্টি তাহার
ছন্দে ছন্দে লীলার বাহার—আনন্দেতে ফোটে।
ঐ চিদ্‌-সাগরে অমৃত-ধার আনন্দেতে ছোটে॥
বিশ্ব প্লাবি' ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রণব গর্জ্জে ওঠে।
উচ্ছলিয়া আনন্দেতে তোমার পায়ে লোটে॥
নয়নাভিরাম দৃশ্য মহান্,
কি দ্যোতনায় ধ্রুপদ গান,
নৃত্যছন্দে চিত্ত বন্দে মুগ্ধ মুক্তজন ;
(হোথা) অরূপ স্বরূপ নব নব রূপ ফুটছে অনুক্ষণ।
এমন প্রাণ-জুড়ান মনোরম, মধুর মোহন তুমি,
জ্যোতি-ঘন হৃদ্‌রমন নিত্য বিরামভূমি॥
গগন পবন দিগ্‌ অবনী
বাজায় প্রণব সুরব ধ্বনি,
নিখিল চেতন দিনরজনী তোমায় পানে ধায়—
ঐ আনন্দের সাগর মাঝে নিত্য ডুবে রয়।
কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! লীলা মহোৎসব !
রসের বোরা সৃষ্টি ধারায় আনন্দ বৈভব॥

(৯৯)

কে বলে গো তোমায় নিঠুর?
কে বলে গো তোমায় নিঠুর?
প্রেম স্নেহগন্ধ অফুরন্ত
সুবৎসল কাঙ্গাল ঠাকুর॥
দুই আনা হরণ করে—
ষোল আনায় দাওগো ভরে
এই অভয় বাঁশী প্রাণে পশি'
মূরছয় আশার সুর॥
(তোমায়) কোটী তপন ম্লানমগন
কর কোটী গোলাপ গন্ধ ভরণ
(কোটী) বরাননের মূর্ত্তি মোহন
ছাড়—হেরিলে মোহনপুর॥
প্রতিদানের নাহি আশ—
ভালবাসি বলে ভালবাস
কিবা মধুর মধুর মোহন হাস
(করি) উলসিত সুরাসুর॥

(কে বলে মা তোমায় কালো—গানের সুর)

(১০০)

আমার আঁধার তুমি, আলোক তুমি
আশা নিরাশ তুমি।
ওগো তুমি পূর্ণ, আমি শূন্য
অস্তি শুধুই তুমি ॥
আদি অন্ত তুমি
প্রতি পদে তুমি
আমার লালন, পালন, মরণ বাঁচন, শাস্তি শান্তি তুমি ॥
দেহ মন তুমি
প্রাণসত্তা তুমি
আমার প্রতি বিন্দু, হে প্রাণসিন্ধু, এই আমি ত তুমি ॥
আমার ধরম করম
আমার মোহ ভরণ—
আমার সংহার রক্ষা, মুক্তি দীক্ষা, গুরুর মর্ম্মভূমি ॥
আমার আঘাত তুমি
আমার আদর তুমি
আমার নরক স্বর্গ, চতুর্ব্বগ, হে সর্ব্বগ, তুমি ॥
আমার আধি ব্যাধি
আমার সকল গতি
আমার ধন, যশ মান, দুঃখ অপমান তোমার ইচ্ছায় জানি ॥
ক্লান্তি ভ্রান্তি তুমি
শক্তিসূর্য্য তুমি

আমার শত্রু মিত্র, সব বিচিত্র, সকল ক্ষেত্রে তুমি ॥
ভীষণ ভয়াল তুমি
পাবন মোহন তুমি
তুমি ক্ষমাপারবার, স্নেহের আধার, দুর্ব্বলের বল তুমি ॥
(আমার সকল তুমি, সকল তুমি—গানের সুর)

(১০১)

তুমি হে করুণাসিন্ধু !
বিতর তাপিত প্রাণে অমৃতবিন্দু ॥
পাপীজন তারণ অভয়দাতা
নিরমলকারী তুমি ত্রাতা পাতা পিতা
উদ্ধারকারী তুমি দয়ার সিন্ধু ॥
প্রেমের ওগো উৎস তুমি
অমিয় নির্ঝর,
ভক্ত হৃদে বহে তব—
আনন্দ সাগর—
সুন্দর মনোহর—তুমি গুণসিন্ধু ॥
সুধাময় শীতল প্রেমধারার বন্যা
এ নিখিল ধরা নাথ তব প্রেমে ধন্যা
ভূ-ভুঁব-সত্যলোকে ভাতে প্রেম-ইন্দু ॥

অনাদি অনন্ত প্রভু, তুমি নিত্য শান্ত,
প্রেমপারাবার ওগো চির প্রাণকান্ত,
ভক্তহৃদে তরঙ্গিছে শান্তি সুধাসিন্ধু ॥
জীবন্ত জাগ্রত তুমি সবার পিতা মাতা,
স্নেহময় তুমি নাথ, রক্ষক ধাতা
জনমে জনমে সাথী পরমবন্ধু ॥
উপায়বিহীনে তুমি উপায়বিধাতা
অনাথের নাথ তুমি, চির পরিত্রাতা
বেদন সন্তাপহারী তুমি শান্তিসিন্ধু ॥
সব সুখ সব শান্তি সকল আনন্দ,
মূলে, ফুলে, ফলে তব বিকশিত ছন্দ
তোমাতেই বাঁচে সবে পেয়ে কৃপাবিন্দু ॥
(তুমি হে পরমানন্দ —গানের সুর)

(১০২)

বিন্দু আমি ও সিন্ধু আমি

(যখনি জন্মিনু ভবে তবে ওঁম্ ওঁম্—সুর)

আমি বদ্ধ চিরমুক্ত।
আমি মলিন নিত্য শুদ্ধ ॥

আমি অণু আমি অনন্ত।
আমি স্থাণু গতি জীবন্ত॥
আমি তৃষ্ণা আমি বারি।
আমি মোহ মুক্তিপারি॥
আমি তামস্ আমি তেজস্
আমি নীরস সরস পরশ॥
আমি শৈত্য আমি তপন।
আমি মৃত্যু নিত্য জীবন॥
আমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী।
আমি তন্ত্র আমি তন্ত্রী॥
আমি রিক্ত আমি পূর্ণ।
আমি অনিত্য নিত্য ধর্ম॥
আমি চঞ্চল চির অচঞ্চল।
আমি দুর্বল বিশ্বসম্বল॥
আমি অন্ধ নিত্য দৃষ্টি।
আমি বন্ধ মুক্তিবৃষ্টি॥
আমি নিঃস্ব আমি বিশ্ব।
আমি ক্ষুদ্র অনাদ্যশেষ॥
ত্রিবিধ দেহী বিদেহী নিত্য।
ভূত অধীন স্বাধীন সত্য॥
আমি অজ্ঞান দিব্য বিজ্ঞান।
চির চঞ্চল নিত্য ধীমান্॥

আমি সঙ্কোচ আমি উদার।
আমি মরু ওয়েসিস্ তৃষ্ণার॥
আমি পুত্র পিতামাতা
আমি করণ আমি কর্ত্তা॥
আমি অসার নিত্য গতি।
আমি তমঃ আলোর জ্যোতিঃ॥
চিন্তাকণা চিন্তামণি।
মোহনিদ্রা জাগরণী॥
আমি ক্লীব চলচ্ছক্তি।
আমি নাচার বল ও গতি॥
আমি অঞ্জন নিরঞ্জন।
গুনহীন গুণধন॥
আমি বুদবুদ সিন্ধুরাশি।
আমি তরঙ্গ অখণ্ডে ভাসি॥
বাঁচি মরি অজর অমর।
ক্ষুদ্র ভঙ্গুর আমি চরাচর॥
আমি ব্যাধি সর্বৌষধি।
আমি আধি প্রেমজলধি॥
আমি অধর্ম সত্যধর্ম।
আমি দুর্বল রক্ষাবর্ম॥
আমি কাম আমি প্রেম।
আমি ক্রোধ তেজঃ হেম॥

আমি লোভ মঙ্গল ইচ্ছা।
আমি মোহ মুক্তিসজ্জা॥
আমি হিংসা সৌখ্যবারি।
আমি দ্বেষ মিলনকারী॥
নিত্য অপূর্ণ সদাপূর্ণ।
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনন্ত অগম্য॥
আমি পঙ্গু নিত্যশক্তি।
চির ভঙ্গুর অব্যয় স্থিতি॥
বৃত্তে রেখা আমি বৃত্ত।
আমি একা অনন্তে অনন্ত॥
আমি ধৃত বিশ্বধারক।
আমি অনৃত নিত্য তারক॥
আমি বিন্দু আমি সিন্ধু।
আমি অমা শরদিন্দু॥
আমি নাস্তি আমিই অস্তি।
আমি অস্বস্তি আমি স্বস্তি॥
চির আবৃত উদার মুক্ত।
আমি অশান্ত শান্ত কান্ত॥
আমি ক্রন্দন আমি সান্ত্বন।
আমি বন্ধন আমি কর্ত্তন॥
আমি খণ্ড আমি অখণ্ড।
ক্ষুদ্র ভাণ্ড অনন্ত কাণ্ড॥

আমি সৃষ্ট **আমি** স্রষ্টা।
আমি দৃষ্টি **আমি** দ্রষ্টা॥
আমি অধীন নিত্য স্বাধীন।
আমি জীর্ণ নিত্য নবীন॥
আমি ভ্রান্তি **আমি** ক্ষান্তি।
আমি ক্লান্তি মলয় শান্তি॥
আমি হৃষ্ট **আমি** হৃষ্টি।
আমি বাক্ স্বর সৃষ্টি॥
আমি ত্বক্ **আমি** স্পর্শ।
আমি জিহ্বা রস হর্ষ॥

আমার মাঝে এই ব্রহ্মাণ্ড
স্ফুটসম বুদবুদ—
সীমাবৃত বিশ্বভাণ্ড,
ভাবনা—**আমি** কিম্ভূত!!!

সৃষ্টিসায়র রূপে কত
লীলার প্রকাশ বিচিত্রায়!
আমিই আছি ওতপ্রোত
যেন—ভাস্‌ছি অণু-চেতনায়॥
বুঝবি যবে তোর 'আমিরে'—
স্বরূপ কি তার—কোথায় স্থান?
দেখ্‌বি তখন এই **আমিরই**

স্ফূর্ত্তলীলায় ভাসমান ॥
যাবৎ সৃষ্টি লীলার প্রকাশ
(তাবৎ) তোর আমির বৃদ্ধি ও হ্রাস,
(কভু) যদি এ লীলা সংবরয়,
এই **আমি**তে ও আমি মিলায় ॥
বৎস ! **আমি** নিত্য আছি অজর অমর
সর্বগ ও সর্বাতীত।
ইচ্ছা ধাইছে নিখিল মাঝার—
গুণ-সাধনায় হও রত ॥
সর্বসিদ্ধিদাতা **আমি**
সকলেরই একই জন।
উদ্দেশ্য উপাস্য **আমি**
স্রষ্টা পাতা সব ভুবন ॥
আমি বিনা কেউ কোথায় ও
নাহি জেনো তারিবার।
আমিই সাধন **আমিই** ভজন
মূলাধার ও সারাৎসার ॥
দেশকালাতীত **আমি**
লীলায় প্রকাশ সব ভুবন।
গুণময় গুণাতীত
জ্যোতির্ম্ময়—ওঁম্ ওঁম্ ওঁম্ ॥

(১০৬)

প্রেম-পারিজাত কুসুম-বিতানে,
প্রেম-ছন্দে নাচে গ্রহ তারা।
প্রেম-মলয় বায় প্রেম-সুধা গানে
উথলি উঠিছে হৃদয়-ঝোরা॥

প্রেম-গীতি সুধা সুমকরন্দ,
অমিয় ললিত পুলক ছন্দ,
অসীমে উথলে সুখতরঙ্গ,
নিখিল প্রবাহ আপন-হারা॥

প্রেম-শতদল সুরভি মোদিত,
দশ দিশি-হাস কি সুধাগন্ধ,
অমল কমল জ্যোতিঃ-আনন্দ,
ভূলোক দ্যুলোক পাগলপারা॥

নাচে প্রেমতালে বিশ্ব মেদিনী,
গাহিছে গভীরে প্রেমের বাখানি,
নিখিল চকোরে যে অনিমেষ চাহনি,
বহত বহত আনন্দ ঝোরা॥

নন্দন নির্ঝর অমৃত-সায়র,
ঝলমল তাহে প্রেমসুধাকর,

বরণ-ভুবনে বিচিত্র আকর
মোহন লোভন শোভন ধারা—

রচেছ যে প্রেমে সুন্দর রূপ,
প্রমত্ত যে প্রেমে সকল মধুপ,
বিশ্ব বিভোল মাধুরী অরূপ,
পীযূষ বরষি' চির মনোহরা ॥

(প্রেমে) নাহি ভেদাভেদ, নাহিক দ্বন্দ্ব,
নাহি কোন দ্বিধা, মৈত্রী চন্দ—
দেশ কালাতীত—প্রেমে একীভূত
ওতপ্রোত বহে প্রেমের ধারা ॥

রসহীনে রস-সঞ্চারী প্রেম,
মুকুলিত চিত—সরসিজ সম—
পরশে বিকাশ কান্তি হেম
চিত্ত আয়স তামস হরা ॥

অবারিত প্রাণ অন্তহীন আশা,
অযাচিত মেটে—অযুত তিয়াসা
রূপায়িত কত নিতি নব ভাষা
পরাণ-কোরক ফুটি' দিশেহারা ॥

"তোমারই আমি", "আমারই তুমি"
মূর্ত্ত প্রেমের প্রদীপিত ভূমি,

তৃপ্তি-সায়রে মধুর বাখানি,
পরাণ পিয়াস তিয়াস হরা ॥

প্রেমময় প্রভো, প্রেমের অধীশ,
প্রেমের প্রসাদে প্রসীদ দেবেশ,
জীবন মালঞ্চে শতদল হাস
প্রেম কুম্‌কুম অনুভা ভরা ॥

মিনতি—প্রেমের সুরঞ্জিত ভায়,
বিশ্ব বিজয়ী প্রেমকেতু ছায়,
প্রেমবৃন্তে ফোটা কুসুমের প্রায়,
ফুটাও সুরভি তনু মনহরা ॥

যে প্রেমেতে তুমি নিখিল নন্দিছ,
যে প্রেমেতে তুমি লীলায়িত আছ,
মূলে ফুলে, ফলে প্রেমে সঞ্জীবিছ,
হৃদয়ে বরিষ সে প্রেমধারা ॥

মধু বসন্ত দগধ পরাণে—
দোলা দিক্ আনি প্রেমের গানে,
প্রেম-মন্দাকিনী দুকূল প্লাবনে—
নীরস-উষর সরস করা ॥

হৃদয় উৎস উৎসারি প্রেমে,
ধায় যেন একমুখী ঐ অসীমে,

প্রেম ছল ছল সাগর জীবনে
স্বর্ণ কমল দীপ্তি ঘেরা ॥

(দুইটি হৃদয়ে একটি আসন····· গানের সুর)

(১০৪)

কীর্ত্তন

বিনা বঁধু তার জনম দুঃখী আর
কিছু নাহি নাহি জানে।
কহিও সজনি বেদন বাখানি
বঁধুয়ার কাণে কাণে ॥
(কাছে) কত আসে যায় কত নাচে গায়
কত না ভরম ধরি'।
তালে দেই তাল, ক্ষণে যে বেতাল
বঁধুয়া পীরিতি স্মরি' ॥
(কভু) গুমরি' গুমরি' বেদন বাঁশরী
মূরছয় হৃদয় মাঝে।
(হায়) কেমনে পাসরি দিবা বিভাবরী
বঁধুয়ার দিঠি রাজে ॥

আওল বঁধু ঘরে, বহু অনুরাগ ভরে
কত দুঃখে চলি গেল ফিরে।
দুরজন দশা দেখি মুদিল অলখে সে কি
আঁখি ছল ছল দুঃখনীরে ॥
ব্যথার পূজারে তাই, নীরবে বরিয়া লই
বহুকাল বৃথা অবসান।
পথপানে চেয়ে রই আনমনে পরে রই
ধূলিতলে পাতিয়া শয়ান ॥
(কহিও বঁধুয়া কাণে— পরাণ বঁধুয়া কাণে)
(দরদিয়া মরমিয়া পরাণ বঁধুয়া কাণে)

(১০৫)

(যতবার আলো জ্বালাতে চাই……গানের সুর)
যাতনায় যত কাঁদি ভাবি আমি,
তার বেশী তুমি কাঁদ।
যতন নিজেরে যতটুকু জানি
তার বেশী তুমি সাধ ॥

ভুলেও না চাই
ভালবাসা নাই

তোমারে চিনিতে চাইনে,
এই দরিয়ায়
শুধু খাবি খায়
কূল কিনারা পাইনে ;
(তরী) ডুবিবার কালে, ধর তুমি হালে—
খাবি খাওয়ায় কেন বাদ ?
সহি আমি যত
সবি ত জান ত
তার বেশী সহ তুমি ;
ভুলি আমি যত
ক্ষতি আর ক্ষত
ভোল লাখ লাখ গ্লানি;
এত যদি প্রেম, এত যদি ক্ষেম,
ধরিছ না কেন হাত ?

(১০৬)

(আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল……গানের সুর

নাই বা জানিনু বাসিতে হে ভাল
তুমি ত জান হে ভালবাসা।
নাইবা জানিনু সাধন কেমন
তুমি ত জান হে সেধে আসা ॥

(মম) পরমাদ ঘটে কত শত শত
(তব) অঝোর করুণা-নির্ঝর নিয়ত
অকূল পাথার আমি যে নাচার
'পঙ্গু লঙ্ঘাও গিরি'—কৃপার ভরসা ॥

ঘৃণায় নয়নে ধরা হেরে যায়
প্রেমময় প্রভুর প্রেম কি হারায়
আমি যে চাহি না—প্রেম নিতি চায়
আতুর-শরণ, অকূলে ভরসা ॥

যদিও না আমি সুরেন-মনোহরা
দ্যুলোকে বিদিত—কৃপায় চরণ ধরা
ঐ দেহ-সম্ভবে কেন চরণ-ছাড়া
কেন এই লোকে আমি হই হারা ?

(১০৭)

কীর্ত্তন

অনাদি অনন্ত পরমশান্ত, অজর অব্যয় ভূমা।
সুগভীর গম্ভীর, বিশ্বপ্রাণাধার, অপার অতুল মহিমা ॥
ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিঃ, চরাচর গতি, পরম মঙ্গলময়।
বিশ্বের নিয়তি, গুনাতীত অস্তি, তুমি বিভু সর্বময় ॥

সর্বশক্তিমান্, প্রেমের নিধান, বিশাল বিস্ময় সত্য।
আনন্দ নিধান, লীলাময় ধাম, শান্তি অমৃত নিত্য॥
রসসিন্ধু মধু, পারাবার বঁধু, সন্তের হৃদয় বিহারী।
শাশ্বত নিবাস, পরিপূর্ণ বাস, ভবভয়তাপহারী॥
তুমি ছিলে প্রভু, তুমি আছ প্রভু, নিত্য গুপ্ত ব্যক্ত—জানা'লে
গুণলীলা ছলে—বিশ্বে প্রকাশিলে, (তবু) আপনাতে আপনি
রহিলে

(১০৮)

(চিরবন্ধু চিরনির্ঝর······গানের সুর)

চিরগতি চির দরদী চিরশান্তি তুমি হে।
চির আশ্রয়, করুণানিলয়, তুমি হে বন্ধু
চির উপায় উপায়হীনে॥
তব প্রণব বিজয়ধ্বনি ধ্বনিছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
চির দিবা চিরশর্বরী॥
প্রেমিক মহাজন, ধ্যানে সুবিনিমগন
কিবা উজল জ্যোতিঃ বদনে॥
শান্তিপারাবার আনন্দ অঝোর
অমৃত প্রবাহ রাজে।
নাহিক শঙ্কা, প্রেমের ডঙ্কা
অনুক্ষণ কিবা বাজে॥

অন্ধের নয়ন, মৃত সঞ্জীবন
পরশ রতন হে।
পরম আনন্দে ভাসাও নিরানন্দে
হাসাও বিরস জীবনে ॥

(১০৯)

হে প্রশান্ত জলধি, করুণার অম্বুধি
সুধাপয়োনিধি অমৃত অতল।
এ অশান্ত ভুবনে ঘন ভীম প্লাবনে
দীনজনে হের, চির বিরস বিকল ॥
তুমি শান্তি নিরঝর, শ্রান্তি ক্লান্তি অপহর
করুণা চন্দন অনুলেপ।
অমৃতের বারিধারা অনল স্নিগ্ধকরা
জ্যোতির্ম্ময় চির সৌম্য ভূপ ॥
তামসে সরস শশী, স্নেহের কিরণে ভাসি
উজলয় আদি অন্ত দেশ।
অনন্ত উদার দাতা, ক্ষমাসুন্দর পরিত্রাতা
বাৎসল্য পীযূষধারা রস ॥
তুমি বিভু নির্ব্বিকার, সৃষ্টি ভাসে সবিকার
অচঞ্চল তুমি ধ্রুবজ্যোতি।
গুণের অতীত তুমি স্বরূপে বিহর স্বামী
প্রসীদ, প্রসীদ দাসে গতি ॥

প্রসন্ন ঐশ্বর্য্যভরা   আনন্দপ্রবাহ ধারা
অপূর্ব্ব অমিয়া শ্রীভাসে।
স্নিগধ জ্যোছনারাশি   মাধুরী উথলে হাসি
উজলিয়া সর্ব্ব তম নাশে ॥
প্রসন্ননয়ন হাস   পরশমণির ভাস
পারাবার আনন্দে উছল্।
সান্ত্বন হে মহেশ,   শান্ত, বিরাম! এস
(কিরণ) পরশে হরষ-শতদল ॥

(১১০)

হে শান্তম্! চির শান্তম্!
চিরাশ্রয় চিরকান্তম্ ॥
দুষ্পার সংসার পয়োনিধেরিমম্
প্রসীদ কান্তম্ করুণৈকবন্তম্ ॥
অশান্তভুবনে ঘনঘোর ঝটিকা
দলিত, মথিত কত কুসুমিত বীথিকা,
করাল প্লাবনে, গ্রাসে নীড় বাটিকা
কর ত্রাণং মহাপ্রাণম্ ॥
ভীষণ ভীষণ তুমি, ভীমভয়াল অসি,
মোহন মধুর কম, নিখিলের হাসি,
মে মহাপ্রাণ। পাতা! উদ্ধার আসি,
বাঁচাও, বাঁচাও, করুণম্!

আলয় বিলয়ে ঘুরি কণ্টক পথেতে,
অশনির গরজন গরজয় মাথেতে,
ঘনতমসাবৃত দুর্য্যোগ-নিশীথে,
প্রসীদ প্রভো, প্রসীদম্ ॥

ডুবিছে ডুবিছে সব অকূল অথৈতে,
ঘুর্ণিত নর্ত্তনে, চূর্ণিত ঢেউয়েতে,
দয়াল কাণ্ডারী—'যথৌ ন তস্থৌ'তে,
ত্রাহি পাহি ত্বরায়ম ॥

(১১১)

(সকলি তোমার ইচ্ছা···গানের সুর)

সকলি তোমারি ইচ্ছা, পরম ইচ্ছাময় তুমি ।
তোমার কর্ম্ম তুমিই করাও, বিন্দুবৎ আমি মহাসিন্ধু তুমি ॥
প্রেমানন্দে কেহ ডোবে হেরি তব মুখশশী,
দুঃখানলে, পলে পলে, জ্বলে কেহ দিবানিশি,
কারে ভাসাও ভূমানন্দে, কারে কাঁদাও তমঃবন্ধে,
কারে দাওগো ব্রহ্মপদ, কারে কর নিরয়গামী ॥
বাঁচাও বাঁচি, মার মরি, সুখের হাটে, দুঃখের বাটে
মালা গাঁথে মনের সুখে, ফুল যে ঝড়ায় ব্যথায় ধুঁকে,
তব ইচ্ছা বিনা কভু তৃণদহন দেব-অসাধ্য
কৃপার ইচ্ছা বিনা দর্শন—সাধন সাধ্য নহ জানি ॥

ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, ইচ্ছায় গতি বৃদ্ধিচয়
ইচ্ছায় লীলা সমুদয়, ইচ্ছায় মুক্তি ইচ্ছায় লয়,
মহীয়সী ইচ্ছা পর, মহিমা তার অগোচর
ক্রমময়ী ইচ্ছার প্রকাশ ওতপ্রোত নিত্য মানি ॥

(১১২)

মোরে রেখো তব পায়।
হে চির-শরণ, শান্তি-সনাতন, অকূলে ভরসা অনন্ত সহায় ॥
পরম-দরদী করুণাজলধি
অনাথের নাথ, অগতির গতি,
ক্ষমা-পারাবার, সুখ-দুঃখ সাথী,
রাখহে মিনতি—তোমার ছায়ায় ॥
'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,
আপনার হতে হও আপনার',
ভকত গাহিছে বারতা আশার
চির-সুবৎসল! হের হে আমায় ॥
নিত্য নিরঞ্জন, বিপদভঞ্জন,
অবোলার বোল্ ভিখারীর ধন,
হে চির-বিশ্রাম, শান্তি-নিকেতন,
বাঁচাও আমারে, জুড়াও হৃদয় ॥
(তাঁরে ভুলিব কেমনে .....গানের সুর)

(১১৩)

বাঁচাও আমায় হাতে ধরি, হে কাণ্ডারি ! কর ত্রাণ !
দয়াল, দুখ্‌সাগরে ডুবে ভাসি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অন্তপ্রাণ ॥
কূল কিনারা নাহি হেরি,
ঝড় উঠেছে আঁধার ঘেরি,
আমি বাইতে নারি জীর্ণতরী, প্রলয়কারি কি তুফান ?
এই যে ডুবি, এই যে ভাসি
না যায় পরাণ, খাবি রাশি
হায়, বাঁচ্‌বার আশা, কি দুরাশা, নাস্তা নাবুদ অনুক্ষণ ॥
রক্ষা কর, ডাকি ত্রাসে
হালটি দয়াল ধর কষে,
প্রভো ! ঝড়তুফানে থামাও ক্ষণে, করি অভয় প্রসাদ দান ॥
পার কর হে গৌর হরি বাইতে নারি তরী আর...গানের সুর)

(১১৪)

প্রতীক্ষায় বসে রব নীরস প্রাণে।
আঁখি-ভরা ঘেরা এই মরুবিজনে ॥
রূপ-রস-গন্ধ-হারা অসার সদাই,
শকতি-বিহীন সদা নাহি কোথা ঠাঁই,
তবু নারি, আশা ছাড়ি'—অকূলের-তীর

ডুবি, ভাসি, চেয়ে রব হে শান্ত সুধীর ! !
মরমে মরিয়া রই ঘাত প্রতিঘাতে,
আপদ্ বিপদ্ সাথী প্রতি পদেতে,
আমি আর আমি নই কলের পুতুল
অস্তিত্বই সার শুধু, দশা-প্রতিকূল ॥
"বসে থাকা, চেয়ে দেখা" আছে বিদ্যা মোর,
উপায় কি অন্যথায়—সকলি বেজোড়,
কথায় আছে "সবুরে—মেওয়া যে ফলে" ৷
বাঁচি মরি, তাই করি পান আশা-জলে ॥
পাব তাঁহে পাব কিনা, তাত জানিনা
"বসে থাকা, চেয়ে দেখা" তবু ছাড়িনা,
যা হবার তাহা হবে, এই ভাবে রব ভবে
এ গোলাপী নেশা যেন কভু টুটেনা ॥
(বিদায় দিয়েছ যারে...গানের সুর)

(১১৫)

আমার একেলা ঘরে, তামসী ঝড়ে, এসেছ পিতঃ, রুদ্র রোষে-
(যেন) ভুলিনা তোমার প্রেমের বিশাল উদার দখিন পাণি।
কাঁটাভরা পথে পথে, রুধির ঝড়িছে পথ চলিতে
ব্যথাভরা, কথায় মোর মৌন বিষাদ-বাণী ॥

দগ্ধ হৃদে চন্দন নাই, নাইকো সান্ত্বনা
হারাই দিশা, হারাই আমি পথের নিশানা।
হে প্রেমময়! ভয়াল, দয়াল, রাখ আর মার, কেহ নাইকো
আমার.
(কৃপায়) প্রেমের পাবন-মোহন-রসে অমৃত দাও আনি॥
(আমার বিজন ঘরে নিশীথরাতে·· গানের সুর)

(১১৬)

ব্যথা দাও বলে নহ, নহ তুমি নিরমম।
তুমি দয়িত আমার, হৃদয়-বল্লভ, প্রাণারাম প্রিয়তম॥
জীবনে মম দিবস রাত
দাও প্রাণ! মোরে যত আঘাত,
ততই আমারে কাছে লও টেনে বন্ধু-সম॥
আমার চলার পথে যে কাঁটা
বিছায়ে চরণ রাঙাও,
সে রঙ্গে আমার ধরার নেশার
স্বপন ভাঙ্গাও,
অশ্রুশূন্যনয়ন চাহনি
উষর বিরস হৃদয়ভূমি,
(তবুও) ক্ষণিকচেতন! —তোমার প্রেমের স্মরণ সম॥
(ব্যথা দাও বলে কে বলে তোমায় নিরমম···গানের সুর)

(১১৭)

ত্রিপদী

(যখন জন্মিনু ভবে···সুরে)

কি আর জানাব নাথ, জানিছ সকলি পিতঃ !
অন্তর্যামী পূর্ণজ্ঞান, পিতঃ দয়াময় !
মঙ্গলেতে পরিপূর্ণ অমঙ্গল মঙ্গলে ধন্য
মঙ্গলেতে সৃষ্টি সমুদয় ॥
তোমা পানে দৃষ্টি রাখি, তোমাতেই নির্ভর থাকি,
তোমারেই করি ধ্রুবতারা।
তোমা ছাড়া কেহ নাই তুমি বিনা কই ঠাই,
বাঁচিবারে এইমাত্র ধারা ॥
গুণহীণের গুণধন আশানদীর প্রস্রবণ
একাকীর একমাত্র সাথী।
দুর্বলের বল তুমি সহায় সম্পদ্‌ভূমি,
তুমি এই অগতির গতি ॥
তোমারে যে ভুলে থাকে দয়া যে তারেও ডাকে,
তব প্রেমের নাহিকো বিরাম।
ভক্তমুখে শুনে তাই আমি ও তোমারে চাই,
চেয়ে থাকি তোমা অবিরাম ॥
কভু বাঁচি কভু মরি, নিতি দিবা বিভাবরী
হারায়েছে—যাহা ছিল মম

শূন্য হাতে ঘুরি ঐ, তোমা পানে চেয়ে রই,
নামে যদি ধারা দয়া ঘন ॥
অভিযোগ কিছু নাই (কত) দিয়েছ, দিতেছ তাই,
লালন পালন কর মোরে।
কোথায় কখন গতি জানিনা হে মহামতি
তোমা চেয়ে রব এ বেঘোরে ॥
করিব না কারো ক্ষতি সহিব সকল ক্ষতি
মূক হয়ে রহিতে গো দাও।
চিরধীর চিরস্থির মহারাজ—হে সুধীর,
ক্ষমা-সুন্দর, ক্ষম ও ফিরাও ॥
কাঙ্গালের ধন তুমি মহা উদ্ধারণ-ভূমি
অকূলের তুমি হে কাণ্ডারী।
"'চেয়ে থাকা"—দাও দাও, সুরেন্দ্রতনয়ে চাও,
মনোহরাসুতে ত্বরা তারি' ॥

(১১৮)

(আর কতকাল থাকব বসে···গানের সুর)

আর কতকাল, হে মহাকাল !
কালের কলে হব নাকাল ॥
সকাল বিকাল তাল যে বেতাল
কালে কালে "কূলের" আকাল ॥

ক্ষমার ভূঁয়ে—আমার স্থিতি,
আশীষ বায়ে—আমার গতি,
জ্যোস্না-ছায়ে—"জীবন শুক্তি"
মেলবে কবে "মুক্তি-ফল" ॥
অঙ্কা, বঙ্কা, বাজায় ডঙ্কা,
পল, লালাজীর নাহি শঙ্কা,
তুলসী মাঙ্গে প্রেমের গঙ্গা,
এ পঙ্কে রাঙ্গাও শতদল ॥
রক্ষ রক্ষ রক্ষ—ত্রাসে,
সর্ব্বহারা—সিক্ত বাসে,
পাহি, তপ্ত সর্ব্বদিশে,
প্রসীদ প্রসাদজল ॥

(১১৯)

প্রাণের জ্বালা কোথা যে জুড়াব।
দুঃখে ধুকে ধুকে, পাষাণ চাপা বুকে, অশ্রুবিহীন চোখে অসার গো॥
কোন সে বিধানে, এলাম ভবনে, কেন তা জানিনা কিছুই গো।
ভ্রমিছি এই দেশে, অপমান অযশে, শান্তি আশ্রয়হারা আমি গো ॥
কি মরু সাহারা! হই পথ হারা, শ্রান্ত ক্লান্ত, কোথা বারিদ।
বিগদধ প্রাণে কৃতান্ত মশানে, কেমনে কি করে বাঁচিগো ॥
তোমার জগতে (গুরু) প্রেম বিলাইল, তোমার কার্য্য যা সাধিল।

(হল) ভবলীলা সাঙ্গ, দিলে তব সঙ্গ, বিরাম তোমাতেই লভিল ॥
আমি এ জগতে, ধুঁকি কোনমতে, টানিয়া চলিছি পথে গো।
কবে শেষ হবে, জ্বলন্ত ত্রিতাপে, আশা ভাসাভাসা মিলায় গো ॥
(তাই মরণ মাঝারে শয়ন গো)
(তোমারেই প্রাণের আশা কহিব...গানের সুর)

(১২০)

(বিদায় দিয়েছ যারে...গানের সুর)
একাকী বিজনে কাঁদি নীরব মনে।
গহন কানন নিঝুম সাড়া নাই প্রাণে ॥
দিশেহারা কাঁটা ভরা বন পথে চলিরে,
শ্বাপদ আপদ কত চলে মোরে দলিরে,
পথহারা হেরে শুধু জোনাকির আলোরে,
কথা শুধু ঝিঁ ঝিঁ কয় নিরজনে ॥
কেউ নাই বলিবার, কেউ নাই দেখিবার
কেউ নাই হাসিবার, কেউ নাই কাঁদিবার,
নিঝুম স্তব্ধ কেমন আঁধি ঘেরা চারিধার,
নাই তার পারাবার, অকূল সঙ্কট ঘনে।
ফুটে কাঁটা পায় পায়, আঘাতে আঘাতে হায়,
জর জর মর মর চলা মোর হল দায়,
পুড়ি কত দাবানলে, বধির ত কোলাহলে,
নীরব নিথর আবার, এ বনে ঘুম আসে নেমে ॥

সব কথা ভরা ব্যথা—কোন কথা বলিবে ?
সব পথ কাঁটাহত কোন পথে চলিবে ?
সবাই বকে কোন বুকে মুখ তার লুকাবে ?
'ন যযৌ ন তস্থৌ' প্রহসন ভীষণে ॥

(১২১)

ধুলায় ধুসর বসন পাতি
বসি পথের ধারে।
অন্ধ, খঞ্জ, নাচার অতি
অলখে যাও সরে ॥
জাগ্‌লো যে ঐ আকুল সাড়া
উথল উছল প্রেমে হারা
মধুর মধুর করুণধারা
সুরব হারা ঘিরে ॥
সন্ধ্যা নামে ডাইনে বামে
বাঁচা মরার শেষের যামে
কলের পুতুল শ্লথযানে
অস্তি ধুঁকে তীরে ॥
বসে থাকা, চেয়ে দেখা
এম্নি করে আছি একা
পথ যে আমার আকাবাঁকা
লক্ষ্য সুদূরে ॥

(১২২)

(সাধনের ধন কোথা তুমি—সুরে)

আতুর অনাথ বলে দেহ স্থান পদতলে।
সাড়া দেহ, কথা কহ, হের পুড়ি দাবানলে ॥
যেথা যেথা যাই নাথ
শান্তি পালায় কোথা পিতঃ,
নিরাশ হৃদয়ে কত—
ঘুরি শূন্য ধরাতলে ॥
থাকি আমি যেই করে
অগ্নিগর্ভ মরু পরে
হেরেও কি রবে দূরে
(আর) কতকাল পুড়বো জ্বলে ॥
বিচিত্র বিধান তব
চিন্তি আমি ভবধব
স্থিতি গতি তুমিই সব
লহ প্রভু তোমা কোলে ॥
অপার মহিমা তব
অচিন্ত্য তব বিভব
অসাধ্য হয় যে সম্ভব
প্রসীদ রক্ষ একালে ॥
ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং
রক্ষ রক্ষ দয়স্ব মাম্
পাহি, ক্ষমস্ব মাং,—বাৎসল্যপয়োধিজলে ॥

(১২৩)

(সাধনের ধন কোথা—সুরে)

আশ্রয়হীন অনাথ বলে, দেহ স্থান পদতলে।
বাঁচাও মোরে হের, পুড়ি চৌদিকের দাবানলে
অভাগা যেদিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়
নিরাশ আঁধার ঘেরে হায়
উলঙ্গ বাস ধরা তলে ॥
দিশে হারা ঘুরে ঘুরে
বিজনে এই শ্মশান পুরে
কত যে কাল রবে দূরে
মরু সিঞ্চ সুধাজলে ॥
বিচিত্র বিধান তব,
চিন্তি আমি ভবধব,
বাঁচা মরা তুমিই সব
গতি ত্বং হি এ অকূলে ॥
অপার মহিমা তব
অচিন্ত্য তব বিভব
সকলি তব সম্ভব ক্ষমস্ব করুণাজলে ॥
ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং
আশিবিষ দুর্জ্জরং
পাহি মাং পাহি মাং
অনন্ত বাৎসল্যজলে ॥

(১২৪)

ওঁ

ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মাম্
পাহি পাহি পাহি মাম্
রক্ষ রক্ষ রক্ষ মাম্
করুণানিধে ! দয়স্ব মাম্ ।

তমসা-ঘন ভয়ালম্
রুদ্ধং তত্র সুদৃঢ়ম্
ত্বং তু বিনা কঃশক্তঃ—
মোক্ষং দাতুং শান্তিদম্ ?

অকূলস্য কূল স্ত্বম্
অগতে স্ত্বগতি স্ত্বম্
ধ্রুবতারা সুনির্দ্দেশম্
ত্বং হি উপায়সম্বলম্ ।

তার তার আশু ওঁম্
ক্ষমস্ব মে মালিন্যম্
প্রসীদ জ্ঞানচেতনম্
দয়ানিধে পাবনম্ ।

দুর্বলস্য বলস্ত্বম্
গুণহীনে গুণদম্
ত্বং তু ইচ্ছা স্বপ্রকাশম্
প্রসীদ, প্রসীদ দেব ত্বম্।

কায়মনসি প্রেরণম্
সর্ব্বভূতে প্রসীদ ত্বম্
জ্ঞানকর্ম্মে প্রসীদ ত্বম্
প্রেমে ধ্যানে প্রসীদ ত্বম্

কুরু মে বাঞ্ছা পূরণম্
ভাগ্যহতস্য শরণম্
গুরুঃ পিতা মাতা ত্বম্
ক্ষমস্ব, দয়স্ব ত্রায়স্ব মাম্।

(১২৫)

(কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরম পিতার সহিত পরমর্ষি গুরুনাথের প্রেমে প্রথম মিলনদিন স্মরণে—)

মিলনদিন স্মরণে—

ধ্বনিল রে, ধ্বনিল রে
ধ্বনিল আহবান মধুর গম্ভীর, হৃদয়-অম্বর মাঝে—
গভীর পুলকে, প্রেমের আলোকে প্রণব সঙ্গীত বাজে।
প্রেম-পারাবারে মিলিলে, মিলালে
অখিলে—প্রেমের জোছনায় ভাসালে—
চেতন অচেতনে, গভীর স্পন্দনে
প্রেমানন্দধামে আকুলি রে।

দরবিগলিত হৃদয়-ঝরণা
মথিয়া প্লাবিয়া মিলন-ধন্যা,
মধুর দরশে, সোহাগ পরশে—কি গদ ধ্বনিছে "বাণীর" বন্যা,
জ্যোতিঃ বিভাসিত, চির পুলকিত—
রসাল-নন্দনে-প্রেম-আমোদিত ;
মিলন-বিভোর-প্রেম-সুধামৃতে
প্রেমের স্বরূপে রাজে॥

(ধ্বনিলরে, ধ্বনিলরে ...গানের সুর)

(১২৬)

পরমর্ষি গুরুনাথ

পরম পিতার শ্রেষ্ঠসুতে ডাক্‌রে আমার মন।
ও তাঁর হৃদয়মাঝে বিশ্বজোড়া প্রেমের আসন॥

প্রেমময় নাম, ও তাঁর প্রাণের পরাণ,
অতুল আনন্দে তিনি সদাই নিমগন,
পিতা তাঁকে বিতরিলেন জগৎ কর্ত্তে ত্রাণ॥
সদা থাকেন মোদের সনে,
যেন দুঃখ না পাই প্রাণে,
ভালবাসেন মোদের কত প্রাণের মাণিক জ্ঞানে,
মোদের তরে, অকাতরে, কত কষ্ট তিনি স'ন॥

শুধু এই প্রতিদান চান,
যেন গাই ব্রহ্ম গুণগান,
হৃদয় মাঝে সারাৎসারে পূজি অনুক্ষণ,
মোদের উন্নতিতে তিনি হৃদে কত সুখ যে পান।

পরম পিতার বরে—
এ পাপ ধরার পরে
আবির্ভাব সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবারে,
সেথা নাই ভেদাভেদ, সকলেরি অধিকার সমান॥

তিনি প্রেমের বাগান,
তাতে করুণা মাখান,
'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এ সদাই দীপ্যমান,
তিনি প্রেমে পূত, আলোয় স্নাত পিতার শ্রেষ্ঠ দান ॥

ও পদে ভকতি রেখে,
ডাক পিতায় অনুরাগে,
মত্ত হও মত্ত কর জগতের জনে,
এই আদর্শ সাধতে হৃদে কর দৃঢ় পণ ॥

(তারক ব্রহ্ম তারক নাথে·······গানের সুর)

(১২৭)

শ্রীগুরু বন্দনা

জয় জয় জয় গুরুদেব, প্রেমময় সত্য-নন্দন।
গুরুদেবঃ শিবঃ, গুরুদেবঃ শিবঃ, গুরুদেবঃ শিবঃ,
গুরুদেবঃ শিবঃ গুরুদেবঃ শিবঃ পতিতপাবন নন্দন ॥
তাঁর শ্রেষ্ঠ সুত, সত্যেতে আদিষ্ট, সৃষ্টির বিশিষ্ট

হৃদয় তোমার করুণা আধার, পরমেশ প্রিয় নন্দন ॥
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল, হৃদি শতদল, শোভে গো বিমল,
প্রেমেতে বিহ্বল, চিত্ত কমল পরমানন্দে মগন ॥
ধন্য গুরুদেব, ধন্য গুরুদেব, ধন্য গুরুদেব,
কোটী কোটী গুণের একত্ব সাধক অভূতপূর্ব্ব সাধন ॥

(ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোমদেব.........গানের সুর)

(১২৮)

পরমর্ষি গুরুনাথ

(ভাবনা কি আর চল এবার—গানের সুর)

তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥
কোন্ মধুর ছবি আঁকা প্রাণে, ছুটে বেড়াও কাঁহার টানে,
কাঁহার প্রেমে বিভোর হ'য়ে—
সবে বাসো ভালো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥

নিখিলের শোভা দেখে, মন ছোটেগো কাঁহার দিকে
কাঁহার তরে ঝরে অশ্রু,
সে কোন্ প্লাবন, বল!
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

মোদের জন্য এ ধরাতে, সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে
কোন্ পরম পুরুষ ঐ "শুভাদেশ"
ঐ হৃদ্‌কমলে দিলো?
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

হৃদয়ে কাঁহার বাণী, কোন সুরেতে দেওগো আনি'
কোন্ পরশমণির পরশ আভায় –
পুণ্যপ্রদীপ জ্বালো?
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

কাঁর আলোতে তুমি দীপ্ত, কোন পরশে তুমি মুক্ত,
কাঁহার প্রেমে তুমি মুগ্ধ,
তুমি কোন্ আলোতে আলো?
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

কোন্ পরম জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি, কোন্ পরম প্রেমে প্রেমিক তুমি,
কোন্ পরম ধনের মুক্তামণি—
আলোয় ঝল্‌মল ?
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

(যখন) ব্যথা মোদের হৃদয় পটে, ঘনীভূত হয়ে ওঠে
তোমার শীতল করে মোদের তরে,
কাঁর করুণা ঢালো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

কাঁর মহিমার ঝরণা এসে, পড়ছে তোমার হৃদয় দেশে,
কোন্ করুণার উৎস লয়ে—
নিজে তুমি চলো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

তোমার ব্যাকুলতা দেখে, কে নিয়েছে তোমায় বুকে,
কোন্ জননীর দুলাল হ'য়ে—
কাঁহার কোলে দোলো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

কোন্ প্রেমসাগরের রতনমণি, হৃদে কাঁহার প্রেমের খনি,
কাঁহার জ্ঞানের আলো খানি—

মোদের প্রাণে জ্বালো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥

বিষাদ যখন জাগে মনে, তাকাই তখন তোমার পানে
(তখন) কোন্ সুমধুর নামটী কাঁহার—
প্রাণের মাঝে, বলো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥

অমৃতের ঝরণা বেয়ে, ছড়িয়ে পড়ছ মোদের প্রাণে,
কোন্ সুরের মহান্ গানে –
তৃপ্তি ধারা ঢালো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥

হৃদয়ে শুষ্ক প্রীতি, কাঁর পরশে সরস অতি,
দিয়ে প্রাণে কাঁহার শক্তি—
ঘুচাও সকল কালো !
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো ॥
(হ'য়ে) কা'দের তরে কাঁর প্রেরিত,
ভালোবাসো—নাইরে অন্ত,
কাঁহার দানে তুমি কত—
পূরাও অভাব গুলো !

তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

টোটাও ওগো কাঁর পরশে, বিঘ্ন বাধা এক নিমিষে,
চালাও কাঁহার কিরণ-ভাসে
হে জ্যোতিঃ প্রকাশ আলো!
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

ওঁম্—অনাহত গভীর ধ্বনি
ঝঙ্কারিছে দিন রজনী
(তব) নির্নিমেষ আকুল চাহনি—
করে প্রেম সাগর উথল!
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

(তুমি) মূর্ত্তিমান্ তত্ত্বজ্ঞান, প্রেম রসে মগ্ন প্রাণ
এমন মহান্ শোভা করে দান—
তোমায় কে বরিল?
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

যখন ডাকে অক্ষম কাতর স্বরে, বল কতই করুণ সুরে
ওরে, আমার সাথে চলে আয়রে—
পাবি সকল ভালোর ভালো।

তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

অনুতাপে ব্যথারাজি, হৃদে যখন ওঠে বাজি’
ঝরাও অশ্রু ওগো মাঝি—
(দিয়ে) কাঁদার কৃপার আলো!
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

যদি আমি অন্য দিশে, ছুটি কভু ভ্রমবশে
কোলে করে আমায় এসে
কাঁর শান্তিবাণী বলো!
তুমি মোর প্রাণের আলো।
তুমি মোর প্রাণের আলো॥

ওগো **আলোর** ছেলে আলোর পথে, আলো জ্বেলে
রেখো এ হৃদেতে
তবে দেখ্‌বো আমি তোমার সাথে—
তোমার আলোর **আলো** ॥

—০—

(১২৯)

পরমর্ষি গুরুনাথ

(করুণাময় তারক - গানের সুর)

তুমি, দেব গুরুনাথ শান্তিদ হে।
সুখসাগর প্রাপ্তির কারণ হে॥
তুমি শক্তিদ, সিদ্ধিদ, মুক্তিদ হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে॥

নমি, দেব তোমায় সুতরতন হে।
আশুতোষ মনোরথ-পূরক হে॥
সুরবন্দিত অধার্য্য অচিন্ত্য হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে॥

ত্রেতাযুগে তুমি লক্ষ্মণ হে।
দ্বাপরেতে যুধিষ্ঠির ওগো হে॥
জনমে জনমে কত সাধন হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে॥

প্রাণ-পরব্রহ্ম মিলি' প্রেমে।
ভূষিত সতত শান্তি ক্ষেমে॥
ঐ দর্শন-সাধন-সাপেক্ষ হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে॥

পিতার প্রেরিত তুমিত আলোক হে।
স্বর্গমর্ত্যে পথদায়ক হে ॥
চির-রক্ষক মোক্ষেরি কারণ হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

সত্যি-ধরম তুমি সূর্যমণি।
(তায়) পাগল প্রচারিতে দিন রজনী ॥
(হৃদে) ধ্বনিত সতত ওঁংকার ধ্বনি।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

জ্ঞান তব হৃদে সু-ভাস্বতঃ হে।
প্রেম তব হৃদে শাশ্বত হে ॥
কর্ম্ম-পারাবারে সুযোগী হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

ঐ ত্রিস্রোতা ত্রিবেণী একীভূত,
সৎ-চিৎ-সাগরে সুমিলিত ;
(কত) আনন্দ তরঙ্গ উদ্বেলিত !
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় পরিব্যপ্ত,
সুগুপ্ত দীনভাব সুবিদিত ;
(ছিলে) আত্মবিলুপ্তিতে লুক্কায়িত।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

পূর্ণ সমর্পিত স্রষ্টাপদে
মিলিত দুঁহু ইচ্ছা একই নদে ;

লভ সৃষ্টির বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ।

লীলাকোটী ফোটে পরমলীলায়
দিগ্‌দশ আমোদিত অপার বিস্ময়।
"ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"- ধারণা যে হয় ;
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

দুর্ব্বলের বল তুমি ধ্রুব আশা।
পূর্ণ কর ভক্ত প্রাণ-পিয়াসা ॥
অপহর আঁধার দুরদশা।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

সুবৎসল সুতের মঙ্গল হে।
নিত্যাশীর্ব্বাদক মুক্তিপথে ॥
সদ্‌গুণপ্রাপক সিদ্ধিরথে,
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

পিতা মাতা সখা গুরু তুমি,
একাধারে তুমি সর্বভূমি ;
নমি তোমা আমি নমি নমি,
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

পরাগতির নিত্যদায়ক,
আলো পথে চির সাথী গো হে,
পৃথ্বীর গুরু তুমি গুরুনাথ হে।
পরমেশ প্রিয়তম নন্দন হে ॥

নমি নমি নমি হে অচিন্ত্য,
কোটীগুণে ব্রহ্মে একীভূত,
বর্ণন শিবাসাধ্য শ্রেষ্ঠ স্তুত ;
দিব্যধামে নিত্য বিকশিত ॥

রক্ষ রক্ষ রক্ষ অক্ষমেরে,
সর্ব্বাপচ্ছান্তি ত্বরা করে,
জাগ শক্তি জাগ প্রাণ ভরে,
কর সিঞ্চিত করুণা মরু 'পরে ॥

তোমার আশীষে তোমাগত প্রাণ,
(প্রেমে) সুরেন্দ্র-মনোহরা "অভিধান জ্ঞান,"
তনয় যদিও হই অধম, অজ্ঞান,
(ঐ) দোহাই কি দিতে পারি— বাঁচেনা এ প্রাণ।

প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ হে।
প্রসীদ গুরুনাথ, দেবেশ হে ॥
প্রসীদ উদার দৃষ্টিপাতে,
প্রসীদ, হের আঁধি চারিভিতে ॥

—০—

(১৩০)

পরমর্ষি গুরুনাথ
ও
আমি

—তুমি—

তুমি মহাভাগ্যবান্, তুমি মহাভাগ্যবান্।
কোটী কোটী গুণে পিতা, তোমায় কোলে দিলেন স্থান
আনন্দ-উৎসব, তোমার নিত্য বৈভব,
ডগমগ রসভব, নিত্য স্বভাব,
শান্তি পারাবারে মগন, দেব-প্রিয় সুসন্তান॥
সত্য-সুধা বিতরিতে, তুমি এলে অবনীতে,
তাপদগ্ধ মোহ ভ্রান্ত, হৃদয় জুড়াইতে,
ধন্য তুমি, সত্যধর্ম্ম-সরঃ-সুধা কল্লে দান॥

—আমি—

আমি অনাথ ভাগ্যহীন, আমি অনাথ ভাগ্যহীন।
ঘুরি পথে পথে, বোঝা মাথে, ধূলাতে আসীন॥
আধিব্যাধি যত, মোর নিত্য সাথ সাথ,
অপমান অঙ্গ-সঙ্গ: আছি জীবনমৃত,
অশান্তি অনলে দহি, ঘৃণ্য সবার, সুমলিন॥

বোঝা বাড়াইতে কি এলাম এ মহীতে ?
এখন, পালাই পালাই, হেরি বালাই, আধি সব ভিতে,
হায়, ধিক্ ধিক্ দারুণ দহের ধারায় ডুবি অনুদিন ॥

প্রশ্ন ?

সুরেন-মনোহরা – তোমার হাতেই গড়া,
তোমার আশীষ বলে, যুগল দলে-সত্য দীপ্তি ঘেরা,
তাই ভাবে মন, এমন কেন, তাঁদের সুতের দশা-দীন ॥
(ভদ্রা তারা হেন, জীবন কেন, নিস্ফল পদার্থ-হীন) ।

(পরমপিতার শ্রেষ্ঠ সুতে............গানের সুর)

—০—

(১৩১)

শ্রীশ্রীমাতা দুর্গা দেবী

(আজ আগমনীর আবাহনে গানের..........সুরে)

গিরিরাজ সুতা, তুমি মা সবার, শিবের তুমি যে ঘরণী হে
নন্দন তোমার কার্ত্তিক গণেশ, কন্যা মনসা, জননী হে ॥

ঐশ্বর্যে পালিতা, রাজার নন্দিনী,
না ছিলে গো কভু ধনে গরবিনী
দয়া মমতার ছিলে নির্ঝরিনী
ছিলে মা সাধিকা রমণী হে ॥

বাসিতে গো ভাল ধরমেরে বড়,
ধরম যে তব প্রাণ-প্রিয়তর,
সাধকের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ়
গৃহি-সন্ন্যাসিনী তুমি মা হে ॥

রাজপুত্র রাজ ঐশ্বর্য্যেরে ছেড়ে'
ভিখারী সাধকে নিলে তুমি বরে'
কত না সাধন, কৃচ্ছ্রতা বরণ—
করিলে তোমার জীবনে হে ॥

সে ঈপ্সিতে পেলে হৃদয়ের পরে,
সাথী পেলে তাঁয় যুগ যুগ ধরে,
কিবা বিরাজিছে পরাণের পরে'—
ঈপ্সিতের চির-ঈপ্সিত হে ॥
(বাঞ্ছিতের চির-বাঞ্ছিত হে) ॥

সুত, মাগো, তোমার দেব-গজানন,
মধুমাখা তাঁর কোমল আনন

প্রশান্ত পরাণে—উজ্জল কিরণে
হেরিছেন সতত আনন্দে হে ॥

অমিত তেজ, শকতি অমেয়
ভাস্কর দ্যুতি—সুত কার্ত্তিকেয়,
প্রণব-সৌরভে মুগধ অজেয়
প্রচারে সত্য-ধরম হে ॥

তব প্রিয়া সুতা মনসা যে মাতা—
কলুষবিষ-নাশিনী তো সদা
কল্যাণকারিণী শুভদা বরদা
পৃথিবী-মঙ্গল-কারিণী হে ॥

প্রণয়ে ধন্যা তুমি মা জগতে
(পেলে) লক্ষ্মী সরস্বতী প্রাণ-সখী সাথে
রচিয়া সংসার প্রেমের আলোতে,
প্রেম-সিন্ধু নীরে মগনা হে ॥

নারীকুল শিরোমণি মা, তুমি
ভূমানন্দে ধন্যা জীবনখানি
সুতা-সুত পতি পরাপ্রেম-ধনি !
সৌভাগ্য-সার্থক জীবন হে ॥

—০—

(১৩২)

পুরুষ-সিংহ মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ

প্রেম-সুন্দর সম্মিলনে জুড়ালে প্রাণ পিতঃ, তুমি।
প্রেমানন্দে, সুধাগন্ধে, প্রাণকান্তে, শান্ত তুমি ॥
অন্তরেতে ব্রহ্মপদ,
অভয়-ধামে অবিরত—
ধ্যান-গম্ভীর অগণনে—
ভাব-গম্ভীর সু-ধীর তুমি ॥
অরূপের ঐশ্বর্য্যরাশি—
দিব্য উজ্জ্বল ভাসে ভাসি'
আনন্দ-নীরধি নীরে—
অবগাহি' তৃপ্ত তুমি ॥
নিরখিছ প্রেমশশী
অনিমেষে দশদিশি
হে মহাপ্রাণ! অহর্নিশি—
মিশিছ সে প্রাণে তুমি ॥

(তব শুভ সম্মিলনে······গানের সুরে)

—০—

(১৩৩)

শ্রীশ্রীবিমলানন্দময়ী মাতা কালীদেবী

মা আমার করুণাময়ী, স্নেহময়ী, দয়াময়ী,
মমতার নির্ঝরিনী, শান্তিসুধাপ্রদায়িনী।

আনন্দময়ি ! হাস তুমি ঐ ভূমানন্দে নিরন্তর ;
ডুবি' ডুবাও ভক্তশত, বহাও প্রাণে সে লহর,
(তুমি) কল্যাণ-কোমল-মূর্ত্ত
হেরি শান্তি লভে আর্ত্ত
বিমল আনন্দ-ধারা-বাহিনী জননী মোর ॥

বিভুর করুণায় মিশে দশ দিশি তা বর্ষিছ,
পাপী, তাপী, দুঃখী জনার রোগ ত্রিতাপ হরিছ,
(তুমি) অবিশ্রান্ত করুণ- ঝোরা
ব্রহ্মনামে পাগলপারা
ব্রহ্মানন্দ সুধাগন্ধে সবে নন্দি' হরষিছ ॥

স্নেহবারি সুসিঞ্চনে, কোমল উদার প্রেমাননে
আকুলি ডাকহ সন্তান, আয় পূজি আয় একম্ ধনে
শান্তি পাবি নিরবধি
ব্রহ্মনামে ডোব যদি
চাহি নাকো, তবু ডাকো, থাক লাখ সঙ্গোপনে

দেবদেবীর মনোহরা, পিতার চরণধরা
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে ভরা তুমি যে মা তারা তারা
বিমুখ নাহি কভু কেহ
যে চায় তোমা তারে দেহ
ব্রহ্মমন্ত্র সুধার পরশ, অমৃত পীযূষ ভরা ॥

শকতিধারিনী তুমি, ক্ষমা সুন্দর কি চাহনি
দুর্ব্বলের ভরসাবাণী মৃতজনে সঞ্জীবনী,
তুমি মা পূর্ণিমাশশী
উদয় হও মা যাবে নিশি
পথের কাঁটা, অভয় করে দূর কর ভব-বনে ॥

উজলবরণী তুমি পরা প্রেম চন্দ্রিমায়
ঝলমল কি উজল রূপরাশি বহি যায়।
বসুন্ধরার মঙ্গলতরে
তব কৃপার ঝর্ণা ঝরে
পতিত প্রতি সহজাত করুণার দৃষ্টি ধায় ।

গুরুনাথ-সুতে মাভৈঃ, ক্ষম, হের, দেহ আশীষ
গুরুভক্তি, ব্রহ্মেরতি, পুনাইর হোক তাই অহর্নিশ ;
সুরেন—ইচ্ছা এ জীবনে
পূর্ণ কর দয়া দানে
সুরেন্দ্র-সুরেন্দ্র সম জাগাও মাগো পৃথীদেশ ।
সুবৎসলা মোর জননী তোমারই স্নেহেতে ধন্যা

পূজিতেন কৈশোরেতে তোমারই হয়ে অনন্যা,
যোগমায়া তোমার তিনি
মনোহরা গুরুর জানি
সুত হয়ে সর্ব্বহারা পুনাই হলাম—একি কথা ?

(১৩৫)

মহাদেব

(নীলাবরণী নবীনা রমণী······গানের সুরে)

শঙ্কর হর, ওঁঙ্কার, ওঁঙ্কার, গভীর নিনাদিত, সুরব হৃদ্‌দলে।
ওঁম্ ওঁম্ ওঁম্ ওঁম্, ওঁম্ ওঁম্ ওঁম্ ওঁম্-সৌরভ-মোদিত সুরব-কল্লোলে
(তুমি) প্রণব-মগন, অমৃতমন্থন,
তব দশদিশি আনন্দে মগন,
প্রেমপদ্মহারে, বরণ-অনুপম,
নেহারি চিদ্‌ঘনে-আত্মহারা হ'লে ॥
ভাগবতী তনু,ঐশী সু-ঐশ্বর্য্য—
অজস্র ভাস্কর গড়া যে ভাস্কর্য্য,
পিতার সাযুজ্য, মহিমার ঐতিহ্য
পূর্ণ ঔদার্য্য— আশুতোষ কাঙ্গালে ॥

ব্রহ্ম প্রেমানন্দে ডগমগ ডগ,
জ্যোতি জ্বলন্ত জগমগজগ,
বন্দিছ, নন্দিছ, পরমসর্ব্বগ,
সতিয়-ধরম নিত্য সুধাজলে ॥

তুমি মহা-বিস্ময়, প্রেরিত রতন,
পিতার অজস্র গুণে নিমগন,
আরাধিছ প্রেমে, গুণে অগণন
প্রাণারাম, প্রাণারাম,-প্রসীদ সকলে ॥

পরাচেতন সাগর তুলিয়া উথলি'
বুকে লয়ে তোমা, করে কোলাকুলি,
আকুলি বিকুলি বোধনাঞ্জলি
চাহি অনিমেষে নিবেদিছ তাঁরে ॥

পিতার সাথ কথনোপকথন সুধায়,
বিশ্ব-আলিঙ্গনে সুবদ্ধ তাঁহায়,
ভাষ গদ গদ, মজি প্রেমনেশায়,
দোদুল দোলা দোল, পিতার প্রেমকোলে ॥

ঘোষিছ গৌরবে জয় প্রেমের জয়,
প্রেমের হউক জয় বিশ্ব প্রেমে লয়,
একমাত্র একম্ গুণাতীতময়,
(বল) প্রেম-ভোলা পিতা, ভুলোনাকো পলে ॥

শ্মশান, মশান, সুস্থান, কুস্থানম্
সমভাবং নির্ব্বিকার মতিধীরম

পরমসুখদং ব্রহ্মানন্দমগ্নম্
সর্ব্বত্র হের, ব্রহ্মময়ং থৈরে ॥
গুরুনাথ-গৌরব সৌরভ মোদিত,
শঙ্কর শিব, দেব ভোলানাথ,
হর হর হর, শিব শিব তাত,
পরমশিব-সুত ধীর, ধীরদলে ॥
অনন্তম্ অনন্তম্ পরমমেকম্—
অজর অমর পিতুঃ সুপুত্রম্
সাঁইজো সুশিষ্য, অধার্য্য গুণম্
ক্ষমস্ব, দয়স্ব, ত্রায়স্ব—দুর্ব্বলে ॥
গৌরীপতি, কার্ত্তিক-গণেশ জনক,
ভূত, প্রেত, পিশাচ মমতায় পালক,
বেলপত্র, ধুত্‌রা, ডম্বুরা প্রাপক,
অল্পে তুষ্ট, আশুতোষ অন্তরে ॥
আমি যে নাচার, জগৎ কহে ধিক,
অস্তিত্ববিহীন, ধুঁকি চারিদিক,
(তব) প্রাণের সুরেন্দ্র- সিংহ-সুত-মূষিক !
হের আশুতোষ—অগাধ সলিলে ॥
(জয়) হর হর হর—জগত উজলা,
(জয়) মহাদেব, মহেশ, মঙ্গলের ঝোরা ;
(জয়) কল্পতরু ভোলা, নিত্য পরাণখোলা,
(জয়) নটরাজ নীলকণ্ঠ, শতশত লীলা ॥

(১৩৫)

— মহামতি খৃষ্টদেব —

(দেখ্‌বো তোমার প্রেমের লীলা……গানের সুর)

অপূর্ব্ব ক্ষমার বিকাশ
তোমার জীবনে।
আপন ভোলার মূর্ত্ত প্রকাশ
চরাচর জানে॥

ক্ষমা-মূর্ত্তিমান্
শান্ত সুমহান্
তোমার "আমির" হল বিলীন পিতার চরণে।
মিত্র-সম শত্রুক্ষমা—কি শান্ত বদনে।

হননকারীরে
তোমার ক্ষমা রয় ঘিরে,
রুধির ঝরে, ক্ষমা তব তবু চায় তারে।
ডাক—পিতা, পিতা, পিতা—ক্ষম জুড়া সন্তানে

তুমি, পিতার অনুগত—
নিত্য ওতপ্রোত
তাঁহার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা একে মিলিত—
"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ"—সিদ্ধি-সাধনে॥

ক্ষমা মনোহর—
পিতায় সতত নির্ভর,
সৌম্য রম্য ধন্য ধন্য মহত্ত্বের আকর—
"প্রভু"—ক্ষমা নিলয়, মহিমাময়-দেখালে জীবনে ॥

(১৩৬)

পরমর্ষি মহিমচন্দ্র

বিরাট্ তুমি মহান্ তুমি
প্রেমপীযূষ ভরা।
কোটী কুসুমে কুসুমিত তুমি
এ ধরা বিস্ময়ে হারা॥

ক্ষমাপারাবার অন্তরসায়র
করুণায় ভরপুর।
পিতার বিধানে বসুধারা পর
আনিলে হে সুর-পুর॥

করুণ কোমল স্নেহশীতলদল—
হৃদয়কমল শোভে।

শাস্ত—তাপিত, পতিত দুর্ব্বল
অহৈতুকী কৃপা লাভে ॥
ভগীরথ তুমি, সুরধুনী ধারা
বহাইলে সুশীতল।
সুজলা সুফলা শস্যসম্ভারা
সাজাতে ধরণীতল ॥
সত্যসূর্য্য উদয়ের পথে
নব অরুণিমায় এলে।
কাজল উজল আলো ধারাপাতে
জাগালে পৃথ্বীতলে ॥
(তত্ত্ব) কৌমুদীশত, উছাসিত পথ
আলোয় আলোকমালা।
অনায়াসে লীলারস-আস্বাদিত
অমৃত সুধার থালা ॥
এপার ওপার মহাসিন্ধু পার
মিলে করে কোলাকুলি।
খুলিয়া গেলরে পিতার দুয়ার
অপহরি' বাধাগুলি ॥
ধন্য ধন্য মহিমের দান
অপূর্ব্ব সাধন ধারা।
তোমা বুকে লয়ে গায় গুরুনাথ
হাসিছে বসুন্ধরা ॥

নিজেই বিলোপ আনন্দে হইলে
অমৃত সমাজে তুমি।
আমিত্ব তোমার লুপ্ত করিলে
পরম বিস্ময় মানি॥

হ'ল এই ধরা চির-ঋণী অতি
তোমার চরণ তলে।
কোটী কোটী ভাস্কর দ্যুতি
আনহ সাধন বলে॥

নীড়হারা যত কাঙ্গাল—দরদী
অন্তহীন উদার।
(কত) মলিন পতিত তাপিত প্রতি
অহৈতুকী কৃপা তাঁর॥

মহিম-গুরুনাথ মিলি একসাথ
প্রণয়পয়োধিজলে।
ব্রহ্মপ্রেমসুধাসিন্ধুনাথ
নেহারিছেন পলে পলে॥

প্রসীদ আশীষ স্মৃত-আশুতোষ
ক্ষমা-প্রসন্ন হাস।
গাহি অহর্নিশ পিতার সুযশ
মুছে যাক্ আমিলেশ॥

—মহাপুরুষ মহম্মদ—

(যে দিন সুনীল…… ……গানের সুর)

শত কোটী কোটী, ভাস্কর দ্যুতি ; প্রোজ্জ্বল প্রভা, রসুল্ আল্লা।
অমিতবীর্য্যে, মুকতি তূর্য্যে, ঔদার্য্য ধৈর্য্যে, জগৎ-উজলা॥
ঘোর অমানিশা, তমিস্রা বিদিশা, ভেদকরি জ্বাল, জ্ঞান হোমানল।
নিখিল স্রষ্ট সৃষ্টি, দৃষ্টি, সব ইষ্টপূর্ণ, একোদ্ভূত ফল॥
অসীম সাহসে, নির্ভীক হরষে, বরিষ অজ্ঞানে, সুদিব্য বাণী।
ঘোর আঁধারে, মৃতপ্রায় হেরি'রে, বক্ষে তুলে নিলে, সেসুধা দানি॥
অমিত বিক্রমে, বিঘোষ সরবে, "পুত্র কভু নাহি পিতা যে হয়"।
একমেব সহি, অদ্বিতীয় রহি, সমতুল তাঁর, না কেহ রয়॥
একমাত্র পিতা-এক পরিত্রাতা-পরম আত্মীয়-বিবিধ বিধাতা।
অন্তর্য্যামী দ্রষ্টা, একম্ একম্ কর্ত্তা, সত্য তত্ত্ব জ্ঞান-সত্যের বারতা॥
বিশ্বঃ ওতপ্রোত, তবু বিশ্বাতীত, বহুভাবে যেন, ভাসমান সতত।
পরম-এক, অনন্ত-সত্য, চরাচর নিধি, জাগ্রত, জীবন্ত॥
অবতার তিনি হন নাই, হবেন্ না, অজর, অমর, দেহাতীত জানা।
সয়ম্ভূত পিতঃ, দেশ কালাতীত, যাহা হের তাহা, রসুল জনা॥
তাঁর ইচ্ছা বিনা, কেহ ত পারেনা, তৃণেরে দহিতে, জানে ঋষিজন।
সবই তাঁর ইচ্ছা, মূলে, ফুলে, ফলে, রসে, গন্ধে, নন্দে প্রকাশমান॥
এই পরম সত্য, নিহিত তত্ত্বে, দৃঢ় বাঁধি দিলে, সবে, সুমহান্।
পিতা সর্ব্বসার, পুত্র তুমি তাঁর, অবতার তাঁর, না হয় কখন॥
সংসারে সংসারী, ধরম প্রচারি, যুদ্ধে তরবারি—কর্ত্তব্যনিচয়।

বিপরীত গুণে সমন্বয় সাধন, অত্যাশ্চর্য্য হেরি, অপূর্ব্ব বিস্ময় ॥
পার্থিব দৈন্যদশায় উপনীত, তবু ও সৌম্য, সমাহিত চিত।
প্রাচুর্য্যতা বহি, অবিকার রহি, নির্লোভ, নির্লিপ্ত প্রজ্ঞা-পারমিত ॥
নীরব সাধনা, নীরব আরাধনা, আত্মবিলুপ্তির জ্বলন্ত প্রতিমা।
পরা-উপকারে, পরম সেবায়, যাপিলে জীবন, হয়ে অন্যমনা ॥
গভীর গম্ভীর, বিশাল উদার, হৃদয় প্রসার, শতশত ধার।
নিয়োজিত কর, অজ্ঞান আপামর, একের উপাসনে, আশ্চর্য্য অপার ॥
কোরাণের বাণী, অমূল্য বাখানি, একেশ্বর-সুধা রব সুরধুণী।
বহাইলে জানি, পিতা হতে আনি, ধন্য সে সাধন, সৌভাগ্যের খনি
পবিত্র ইস্‌লাম্, একেশ্বরগান এক-তত্ত্বামৃত, মধুর এক নাম।
অবতার বাদ, ভীষণ পরমাদ, স্বরূপেই তিনি, তারেন বিশ্বধাম ॥
প্রেম তৃষাতুর, বিরহ বিধুর, "সুকিয়া"—ভবনে গুরুনাথ ত্গদত।
জলদ গম্ভীরে, মাঙ্গলিক ঘোষ বলে, প্রেম-জ্যোতির্ম্ময় হের
উদ্ভাসতি ॥

আরবের আমি বেডুইন জানি, ভ্রুকুটী যে চারিধারে।
এ পুনাইর ভাবা কি হবে গো অন্যায়— বোধন আশায় অন্ধকারে ॥
মাগি' লহদান পিতার চরণে
মোর তরে—সুমহান্!
Angel তুমি-গুরুনাথ ভনে
সুরেন্দ্র সন্নিধান ॥

(138)

HYMN
PARAMARSHI GURUNATH

Thou art my light and thou art my guide,
Thou art my fight and thou art my knight,
Thou art my might and thou art my right,
Thou art my sight and thou art power bright.
Thou art my thought and thou art my lot
Thou art to loose knot, to save me from odd.
Thou art my potential, thou art my kinetic
Thou art my precise, thou art my dilectic.
Thou art my static and thou art my dynamic
Thou art my specific and thou art my omnific.
Thou art my source of help. thou art my self,
Thou art my every step. a luminous belt.
Thou art my mould and thou art my hold,
Thou art my fold and thou art all-told.
Thou art my shelter, thou art my altar
Thou art my cooler, thou art my propeller.
Thou art my every zone, thou art my touch stone,
Thou art my horizon, thou art my backbone.
Thou art my flower, and thou art my foliage,

Thou art my blossoming and thou art my privilege.
Thou art my knowledge and thou art my faith,
Thou art my voltage, thou art my gait.
Thou art my lotus and thou art my honey,
Thou art my flavour and thou art polychromy.
Thou art my peace and thou art my bliss,
Thou art my end-means, thou art my reach.
Thou art my foundation, thou art my beam,
Thou art my decoration, thou art my dream.
Thou art my business, thou art my happiness,
Thou art my devotion, thou art my steadiness.
Thou art my concentration, thou art my meditation
Thou art my reverence and thou art my promotion,
Thou art my plantation, thou art my watering.
Thou art my thinking, remembrance, gathering.
Thou art my possession, thou art my graduation
Thou art my realisation, thou art my salvation.
Thou art my this world, thou art my heaven
Thou art my companion life-long bounden.
Thou art my money and thou art my wealth,
Thou art my symphony, thou art all-health.
Thou art my tit-bit, thou art my high pit,
Thou art my every seat, thou art my sweet writ.

Thou art my universe, thou art to re-imburse,
Thou art to ever purge, thou to super-purpose
Thou art my messiah, thou art my media,
Thou art my yea yea, thou art my idea.
Thou art to depend on, thou art to sail upon,
Thou art to score even thou art to goal heaven.
Thou art standing credit, thou art spending habit
Thou art my investment, thou art my nett profit.
Thou art to aspire, thou art to inspire,
Thou art my flavour, thou art my sweet zephyr.
Thou art to help me and thou art to move me,
Thou art to knock me and thou art to make me.
Thou art to lead me to thy FATHER'S Glorydom.
Oh Messiah of Saviour ! for getting full freedom.
Ever-flowing full-cream-milk of affection !
To that All-Embracing Love, I dare beg attention
Ever-radiated hallow ! Chosen of the Supreme.
Be propitiated, Lo Lazarus, Cure me in Sun-Beam
Bow to thee, Oh, might of my fight,
Within you I bow to the Light of thy light.